বিল্‌স শ্রম সংবাদ

নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৯

পাটশিল্পে সমস্যা ও সংকট নিরসনের উদ্যোগ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

www.bilsbd.org

সম্পাদকীয়

বিভিন্ন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯ সালের শুরুর দিকে শিল্পনগরী খুলনায় আন্দোলন শুরু করেন পাটকল শ্রমিকরা। থেমে থেমে তা চলেছে সারা বছর ধরেই। ১১ দফা দাবিতে তাঁদের এ আন্দোলন। সভা-সমাবেশ, মিলগেটে বিক্ষোভ, ভুখা মিছিল, সড়ক অবরোধ, মানববন্ধন, গণ-অনশন প্রভৃতি কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে মৃত্যুও হয় দুজন শ্রমিকের। ১১ দফার মধ্যে বকেয়া মজুরি পরিশোধ ও মজুরি কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন মূল দাবি।

পাটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট তথা বিক্ষোভ কর্মসূচির একটা প্রেক্ষাপট রয়েছে। বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা (বিজেএমসি) বলছে, পাটকলগুলো লোকসানি হওয়ায় তারা শ্রমিক-কর্মচারীদের ঠিকমতো বেতন-ভাতা দিতে পারছে না। অন্যদিকে শ্রমিকদের অভিযোগ, মূলত পাটকল ব্যবস্থাপক ও পরিচালকদের অনিয়ম-দুর্নীতির কারণেই লোকসান গুনতে হচ্ছে পাটকলগুলোকে। এই দায় তারা নিতে যাবেন কেন? পাটকল শ্রমিকদের এ বক্তব্য ন্যায়সঙ্গত। কারণ, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর লোকসানের দায় কোনোভাবেই শ্রমিকদের ওপর চাপানো চলে না।

কথা হচ্ছে, বেসরকারি পাটকলগুলো যদি লাভজনক হতে পারে, তাহলে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলোকে কেন গুনতে হবে প্রতিবছর বিপুল অঙ্কের লোকসান? শ্রমিকরা লোকসানের কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলছেন, মৌসুমের শুরুতে যখন পাটের দাম কম থাকে, বিজেএমসি তখন পাট না কিনে পরে বেশি দামে কেনে। সময়মতো বরাদ্দ না পাওয়ার যে অভিযোগ করেছে বিজেএমসি, তারও কোনো সারবত্তা নেই। সময়মতো কেন বরাদ্দ পাওয়া যায় না, এ প্রশ্নের উত্তর তাদেরই দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, সরকারি পাটকলগুলোর বিপুল পরিমাণের উৎপাদিত পণ্য অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে আছে। এসব পণ্য বিক্রির দায়িত্ব নিশ্চয়ই পাটকলগুলোর কর্তৃপক্ষেরই, শ্রমিকদের নয়।

মজুরি পাওয়া যেকোনো শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার। আবার অর্থনীতির সূত্র অনুসারে কারখানা চলতে হবে লাভ করেই। স্বাধীনতার পর গত ৪৮ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত বেশির ভাগ কারখানা লাভের মুখ দেখেনি। লোকসান দিয়েই চলেছে। এই লোকসানের দায় যতটা না শ্রমিকদের, তার চেয়ে বেশি শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার এই সমস্যার সমাধানে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রকাশণার মুদ্রণ সহযোগিতার জন্য মনডিয়াল এফএনভির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা

সম্পাদক

বিল্‌স শ্রম সংবাদ
নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৯

সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান
মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ, চেয়ারম্যান, বিল্‌স
নজরুল ইসলাম খান, মহাসচিব, বিল্‌স

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা পরিষদ
মেসবাহউদ্দীন আহমেদ
অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম
শহীদুল্লাহ চৌধুরী
রওশন জাহান সাথী

সম্পাদক
মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ ইউসুফ আল-মামুন

সহযোগী সম্পাদক
মামুন অর রশিদ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণঃ
তৌহিদ আহমেদ

মুদ্রণঃ
প্রিন্ট টাচ
৮৫/১, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ই-মেইলঃ reza@bornee.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স
বাড়িঃ ২০, সড়ক ১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোনঃ ৮৮০-২-৯০২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১৪৩২৩৬, ৯১১৬৫৫৩
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৫৮১৫২৮১০ ই-মেইলঃ bils@citech.net
ওয়েবঃ www.bilsbd.org

সূচী

পাটশিল্পে সমস্যা ও সংকট নিরসনের উদ্যোগ	৪
সংস্কার নয়, আধুনিক তাঁত দরকার: স্কপ	৭
অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে প্রয়োজন শ্রমিকের শোভন কর্মপরিবেশ ও মজুরি	৯
অদক্ষ কর্মীরাই চালাচ্ছেন শিল্প	১০
জাহাজ ভাঙ্গার নেতৃত্বে এখন বাংলাদেশ	১২
৩৮ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু	১৩
পোশাক খাতে প্রতি পাঁচটির দুটি চাকরি ঝুঁকির মুখে	১৪
দারিদ্র্য বিমোচনে শীর্ষ ১৫ দেশে নেই বাংলাদেশ	১৫
শোভন কাজ ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিস্থিতি-২০১৯ শীর্ষক প্রতিবেদন উপস্থাপন	১৬
ঢাকা মহানগরীর গণ-পরিবহন ও রিকশা: বাস্তবতা, সমস্যা ও করণীয় শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক	১৭
জাহাজভাঙ্গা শিল্পে শোভন কাজ: পক্ষসমূহের করণীয় বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠক	১৯
যুব সংগঠকদের নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সভা	২০
অক্সফাম প্রতিনিধি দলের বিল্‌স অফিস পরিদর্শন	২০
বিল্‌স জার্নাল প্রকাশনা অনুষ্ঠান	২১
বিল্‌স এর নির্বাহী পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত	২১
পোশাক শিল্পে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদকে শক্তিশালীকরণে	২২
কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি নিরসনে মতবিনিময় সভা	২২
মৎস্য শ্রমিকের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা: জাতীয় এডভোকেসি কৌশল নির্ধারণে কর্মশালা	২৩
চা বাগান শ্রমিকের অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক	২৩
সিকিউরিং রাইটস প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু; ১৬ দিন ব্যাপী কর্মসূচী পালিত	২৪
অভিবাসী মেলায় বিল্‌স এর অংশগ্রহণ	২৫
বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের আলোচনা সভা	২৬
ক্যাম্পেইন ও এডভোকেসি বিষয়ক কর্মশালা	২৭
জাহাজ ভাঙ্গা বিষয়ে মাল্টি স্টেকহোল্ডার গোলটেবিল বৈঠক	২৭
তাজরীন অগ্নিকান্ডের সাত বছর স্মরণে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন	২৮
শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম নেতৃবৃন্দের কেরাণীগঞ্জে প্লাস্টিক কারখানার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন	২৮
সংগঠন পরিচিতি: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)	২৯
পেশা পরিচিতি: চিংড়ি শিল্প ও চিংড়ি শ্রমিক	৩০
শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ	৩২

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন:

পাটশিল্পে সমস্যা ও সংকট নিরসনের উদ্যোগ

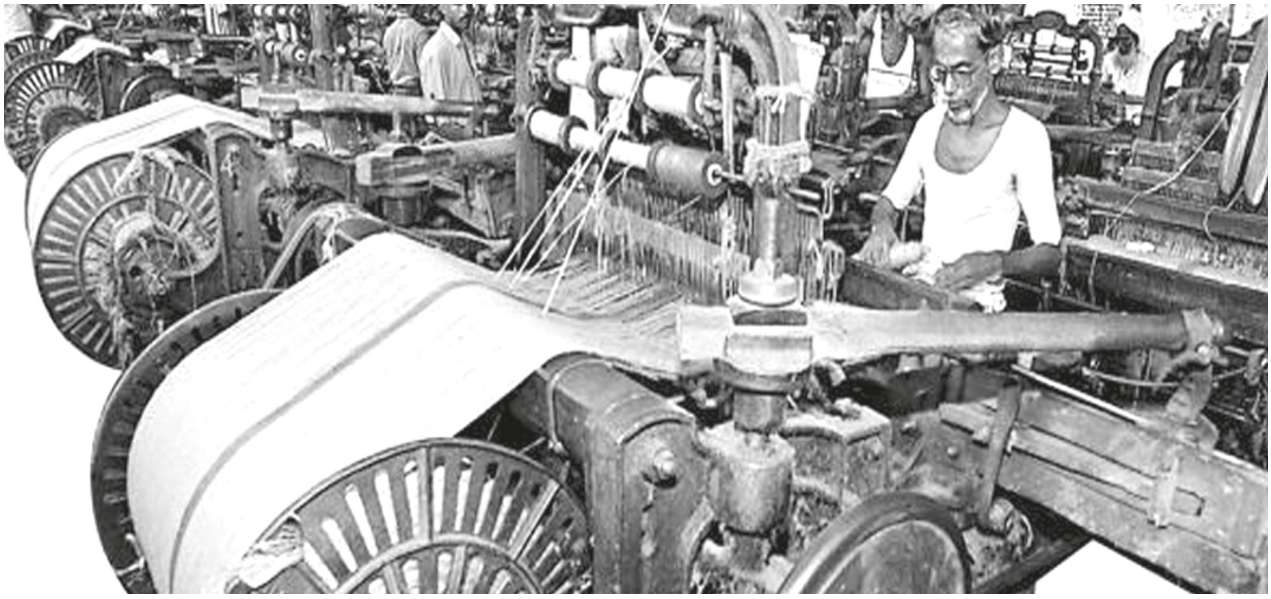

দেশের সবচেয়ে বড় পাটকল খুলনার ক্রিসেন্ট জুটমিলের শ্রমিক মোঃ খালেকুজ্জামান খোকন (৫৫)। সপ্তাহে তিনি মজুরি পান ১ হাজার ৮০০ টাকা। তা দিয়ে চার সদস্যের সংসার সামলিয়ে আর টেনেটুনে ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ চালিয়ে বেশ সুখেই ছিলেন খোকন। কিন্তু দীর্ঘদিন বেতন বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন তিনি। মজুরি নেই, ঘরে চাল, ডাল, তেল নেই। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার নিশ্চয়তা নেই। রাত-দিন কাটছে আন্দোলনে। পরিবারে চলছে হাহাকার! বকেয়া মজুরি আদায়সহ ১১ দফা দাবিতে টানা আন্দোলনরত রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর শ্রমিকদের পরিবারে চলছে এমন অবস্থা। বাধ্য হয়ে তাই আন্দোলনে নেমেছেন দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকরা।

পে-কমিশনের ন্যায় একই তারিখ থেকে মজুরি কমিশন ঘোষণা ও বাস্তবায়ন, অবিলম্বে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে শ্রমিকদের জন্য মজুরি কমিশন বোর্ড গঠন, ২০% মহার্ঘ্য ভাতার অপরিশোধিত বকেয়া এককালীন পরিশোধ, বকেয়া মজুরি-বেতন পরিশোধ, প্রতি সপ্তাহে ও মাসে শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি-বেতন নিয়মিত প্রদান, বদলী শ্রমিকদের স্থায়ী করণের দাবিসহ ১১ দফা দাবিতে সারাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলে টানা ধর্মঘটসহ রাজপথ-রেলপথ অবরোধ, অনশনের মত কর্মসূচি পালন করে আসছে পাটকল শ্রমিক সিবিএ-ননসিবিএ পরিষদ।

এসব দাবিতে শ্রমিকরা গেটসভা, বিক্ষোভ মিছিল, অবরোধ, ধর্মঘট, ঘেরাও, স্মারকলিপি পেশ, লাল পতাকা মিছিল, ভূখা মিছিলসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন। আন্দোলন করতে গিয়ে দুইজন শ্রমিক নিহতেরও ঘটনা ঘটেছে। শ্রমিকদের আন্দোলনে মিলগুলো স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ২০১৫ সালে পাটকল শ্রমিকদের জন্য মজুরি কমিশন ঘোষণা করে সরকার। এর পরে চার বছর কেটে গেলেও এর বাস্তবায়ন হয়নি। সবশেষ চলতি বছরের ২ এপ্রিল আন্দোলনে নামে শ্রমিকরা। লাগাতার আন্দোলনের পর ১৫ এপ্রিল শ্রম প্রতিমন্ত্রী ও বিজেএমসির চেয়ারম্যানের আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করে শ্রমিকরা। প্রতিশ্রুতির ৬ মাস পেরিয়ে গেলেও বাস্তবায়িত হয়নি মজুরি কমিশন।

এদিকে, বিজেএমসির অধীন ২৬টি মিলে শ্রমিকদের ৮ থেকে ১০ সপ্তাহের মজুরি বকেয়া পড়েছে। তাই আবারো তারা আন্দোলনে নামে। অন্যদিকে অর্থ সংকটের কারনে শ্রমিকদের বকেয়া

পরিশোধ ও মজুরি কমশিন বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না, বলছে বিজেএমসি। শ্রমিকদের চলতি পাওনার পাশাপাশি ২০১৩-১৪ অর্থ বছর থেকে অবসরে যাওয়া শ্রমিক, কর্মচারীদের পাওনা ৫০৪ কোটি টাকার বেশি। পিএফ-গ্রাচ্যুইটির টাকাও পরিশোধ করেনি বিজেএমসি।

জানা গেছে খুলনা অঞ্চলের ৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের মধ্যে ক্রিসেন্ট জুট মিলে প্রায় ৫ হাজার, প্লাটিনাম জুট মিলে সাড়ে ৪ হাজার, স্টার জুট মিলে সাড়ে ৪ হাজার, দৌলতপুর জুট মিলে সাড়ে ৬শ', ইস্টার্ন জুট মিলে ২ হাজার, আলীম জুট মিলে দেড় হাজার এবং জে জে আই জুট মিলে ২ হাজার ৬শ' এবং খালিশপুর জুট মিলে প্রায় সাড়ে চার হাজার শ্রমিক রয়েছেন। এসব পাটকলের শ্রমিকদের চার থেকে ১২ সপ্তাহের মজুরি বকেয়া রয়েছে। এসব মিলে শ্রমিকদের বকেয়া রয়েছে প্রায় ৬০ কোটি টাকা।

পাটকল শ্রমিকদের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত জুট মিল সিবিএ-নন সিবিএ ঐক্য পরিষদ। পরিষদের সদস্য সচিব জাকির হোসেন বলেন, প্রায় দেড় বছর ধরে শ্রমিকদের দাবি দাওয়া নিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট সব মহলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করা হয়েছে। কিছুতেই কোনো কাজ হয়নি।

পাটকলগুলোর আধুনিকায়ন করে সেগুলোকে লাভজনক করার দাবি রয়েছে ১১ দফায়। এসব দাবিতে ডিসেম্বরের প্রথম দফা অনশন স্থগিত হয়েছিল শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে। পরে ঢাকায় একাধিক বৈঠক হলেও কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। পাটকলের শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী, পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশন-বিজেএমসির চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। বৈঠকে মজুরি কমিশন বাস্তবায়নের ব্যাপারে আরও এক মাসের সময় চান শ্রম প্রতিমন্ত্রী। কিন্তু শ্রমিক নেতারা বলছেন, দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় তাদের আর অপেক্ষার উপায় নেই। একদিকে, কয়েক লাখ শ্রমিক-কর্মচারীর জীবন-জীবিকার প্রশ্নে তাদের মরণপণ আন্দোলন; আরেকদিকে লাগাতার আন্দোলনে এমনিতেই লোকসানে থাকা পাটকলগুলোতে প্রতিদিন কোটি টাকার ক্ষতির কথা বিবেচনা করলে দ্রুত এই সংকট নিরসনে উদ্যোগী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

পাটকল শ্রমিকদের এই আন্দোলন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। সারা দেশে বিজেএমসির অধীন মোট ২৭টি পাটকল রয়েছে। এসব পাটকলের নিয়মিত শ্রমিক প্রায় ৮০ হাজার। বাকিরা মাস্টার রোলে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করেন। সব মিলিয়ে দেশব্যাপী পাটশিল্পের ওপর নির্ভরশীল কয়েক লাখ পরিবার। দেশে একের পর এক পাটকল বন্ধ হওয়া আর নানা সমস্যায় জর্জরিত পাটকলগুলোর লোকসানি শিল্পে পরিণত হওয়ার প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিন ধরেই নানা দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যে রয়েছেন পাটকল শ্রমিকরা। পরিস্থিতি পর্যালোচনায় মনে হচ্ছে, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো পরিচালনায় সরকারের যথাযথ মনোযোগ না থাকা এবং পাটশিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নে বিনিয়োগ ও আধুনিকায়নের সমন্বিত নীতিমালা না থাকার কারণেই শ্রমিকদের পরিস্থিতি এতটা নাজুক অবস্থায় পৌঁছেছে। পাটশিল্পকে এই পরিস্থিতি থেকে বের করে আনতে সরকারকেই উদ্যোগী হতে হবে।

একসময় 'সোনালি আঁশ' খ্যাত পাট নিয়ে গর্ব করা হলেও বিগত কয়েক দশকে ক্রমাগত ধস নেমেছে দেশের পাটশিল্পে। সত্তরের দশকে কৃত্রিম তন্তু এবং পলিথিনের আবিষ্কার সোনালি আঁশ পাটের দুর্দিন ডেকে আনে। কিন্তু এখন আবার বিশ্বজুড়ে পরিবেশ সচেতনতার কারণে বায়োডিগ্রেডেবল আঁশের গুরুত্ব বাড়ছে। এ কারণে বিশ্বব্যাপী পাটের চাহিদা এখন ঊর্ধ্বমুখী। এদিকে, সম্প্রতি বাংলাদেশি বিজ্ঞানীরা পাটের 'জেনম সিকোয়েন্স' আবিষ্কারের পর অনেক হইচই হলেও পাটশিল্পের উন্নয়নে তার কোনো প্রভাব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশে পাটের একর প্রতি উৎপাদন কম এবং ভারতীয় বীজের ওপর নির্ভরশীলতা কৃষককে পাট চাষে নিরুৎসাহিত করছে। এরপরও পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান এখন বিশ্বে তৃতীয়। প্রথম অবস্থানে ভারত, তার পরে রয়েছে চীন। তবে শুধু কাঁচা পাট রপ্তানিতে বাংলাদেশ এখনো বিশ্বে প্রথম অবস্থানে।

বাংলাদেশের কাঁচা পাট বেশ উন্নতমানের হলেও কাঁচা পাটের দাম কম। প্রতিবেশী ভারত ও চীন পাটজাত বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে বিশ্ববাজারে ভালো ব্যবসা করলেও বাংলাদেশ এখনো কেন সে বিষয়ে মনোযোগী নয়, তা বোধগম্য নয়। পাটশিল্পের আধুনিকায়নে বিনিয়োগ বাড়িয়ে পাটজাত পণ্য তৈরি ও রপ্তানির জন্য জোরালো কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। আর পাটশিল্পকে পুণরুজ্জীবিত করতে না পারলে পাটকল শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনমানের উন্নয়নও সম্ভব নয়। দুটো বিষয় একই সূত্রে গাঁথা। এ অবস্থায় সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো পরিচালনায় বিজেএমসির দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পাটকল শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি দাওয়া পূরণে ত্বরিৎ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

পাটকল শ্রমিকদের ১১ দফা

১. অবিলম্বে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকদের জন্য পে কমিশনের ন্যায় একই তারিখ হতে মজুরি কমিশন ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. ২০% মহার্ঘ্য ভাতার অপরিশোধিত বকেয়া এককালীন পরিশোধ করতে হবে।

৩. বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের শ্রমিক কর্মচারীদের সাপ্তাহিক বকেয়া মজুরি ও বকেয়া মাসিক বেতনসহ সমুদয় সকল বকেয়া এককালীন পরিশোধ করতে হবে। মজুরি ও বেতন বকেয়া হবে না তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. উৎপাদন বিভাগের শ্রমিকদের পূর্বের ন্যায় ৫০২ নং সার্কুলার অনুযায়ী মুজরি প্রদান করতে হবে।

৫. স্ব স্ব পাটকলের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অনুকূলে শূণ্য পদের বিপরীতে জেষ্ঠতার ভিত্তিতে বদলি শ্রমিক ও কর্মচারীদের স্থায়ী করতে হবে।

৬. অবসর ও চাকুরিচ্যুত শ্রমিক কর্মচারীদের সমস্ত পাওনা পিএফ ও গ্র্যাচুয়িটি পরিশোধ করতে হবে।

৭. মৃত্যুজনিত শ্রমিক কর্মচারীদের ৩৬ মাসের বীমা সুবিধা প্রদান করতে হবে।

৮. চাকুরিচ্যুত শ্রমিক কর্মচারী ও সিবিএ নেতৃবৃন্দের চাকরিতে পূণর্বহালসহ ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৯. ৬ মার্চ ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীপাটশিল্পকে কৃষি ভিত্তিক শিল্প হিসেবে ঘোষণা করায় অন্যান্য শিল্পের ন্যায় পাটশিল্পকে সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

১০. ক. দৈনিক ভিত্তিতে চালিত মিলগুলো বিজেএমসির আওতাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল নিয়ন্ত্রিত বিধায় অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের ন্যায় দৈনিক ভিত্তিতে চালিত মিলগুলোর মজুরি বৈষম্য বাতিল করে একই নিয়মে মজুরি ও বেতন প্রদান করতে হবে।

খ. প্রায় পঞ্চাশ দশকে স্থাপিত মেশিন বর্তমানে অকেজো, জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকায় এবং প্রকৃত দক্ষতা না থাকায় টার্গেট উৎপাদন দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা বিধায় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ও মিলগুলো সচল রাখার স্বার্থে বিএমইআরই করতে হবে।

১১. ক. স্ব স্ব মিলের পিএফ ট্রাষ্টি বোর্ড কতৃক মিল কতৃপক্ষ পিএফ ফান্ড থেকে নেওয়া সমুদয় টাকা পিএফ ফান্ডে জমা দিতে হবে।

খ. আলিম জুটমিলের ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর সময়কালীন শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া মজুরি ও বেতন পরিশোধ করতে হবে।

সংস্কার নয়, আধুনিক তাঁত দরকার: স্কপ

বছরের পর বছর ধরে লোকসানে ধুঁকছে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ২২টি পাটকল। অন্যদিকে মজুরি কমিশন বাস্তবায়নসহ ১১ দফা দাবিতে আন্দোলন করছে পাটকল শ্রমিকরা। এরকম জটিল পরিস্থিতিতে লোকসানি পাটকলগুলোকে লাভজনক করে তুলতে পুরনো যন্ত্রপাতি বদলে ফেলে নতুন ও আধুনিক তাঁত স্থাপন, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের (বিজেএমসি) কাঠামো পরিবর্তন, কারখানার অপ্রয়োজনীয় পদ বিলুপ্ত, উন্নত জাতের পাট উৎপাদন শুরু করা সহ কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)।

রাজধানীর সেগুন বাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে ২৯ ডিসেম্বর ২০১৯ এক সংবাদ সম্মেলনে এসব প্রস্তাব দেন স্কপ নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন বিজেএমসি পরিচালিত পাটকলগুলোর উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় বেশি হওয়ায় তারা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছেনা। তাই বিজেএমসিকে লাভজনক করতে হলে পাটকলগুলোর পুরনো যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে আধুনিক স্বয়ংক্রীয় তাঁত প্রতিস্থাপন করতে হবে। পাটকলের ব্যালান্সিং বা সংস্কার কার্যক্রম, মডার্নাইজেশন, রিনোভেশন এন্ড এক্সপানশন (বিএমআরআই), করলেও কয়েক দশকের পুরনো যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতা খুব বেশি বাড়ানো সম্ভব নয়।

স্কপের নেতারা বলছেন, তাঁদের দেওয়া কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রথম ধাপে পুরনো যন্ত্রপাতি বদলানোসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় হবে এক হাজার কোটি টাকা। সেটি করলে কারখানাগুলোর মুনাফা যে হারে বাড়বে তা দিয়ে নতুন মজুরি কাঠামো অনায়াসে বাস্তবায়ন করা যাবে। ২৬ ডিসেম্বর শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানকে প্রস্তাবটি দিয়েছেন স্কপের নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন স্কপের যুগ্ম সমন্বয়কারী ও জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি শহিদুল্লাহ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আমিরুল হক আমিন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ লেবার ফেডরেশনের সভাপতি শাহ মোঃ আবু জাফর, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক এস এম আহসান হাবিব প্রমুখ।

ফজলুল হক মন্টু বলেন, বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত ২২টি পাটকলে বর্তমানে হেসিয়ান, সেকিং ও সিবিসি এই তিন ধরনের মোট ১০ হাজার ৮৩৫টি তাঁত আছে। পুরনো হয়ে যাওয়ায় তাঁতগুলোর (হেসিয়ান, সেকিং ও সিবিসি) বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা যথাক্রমে ১৬, ৩৯ ও ১৮ মেট্রিক টনে নেমেছে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে বিএমআরআই করেও পুরনো যন্ত্রপাতির উৎপাদন খুব একটা বৃদ্ধি করা যাবে না। অন্যদিকে স্বয়ংক্রিয় তাঁতের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩৬ মেট্রিক টন।

পাটকলে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করলে কি পরিমান মুনাফা হবে

তার একটি হিসেব দিয়েছে স্কপ। তারা বলছে রাষ্ট্রায়ত্ত লতিফ বাওয়ানি পাটকলের ১ নম্বর কারখানার বিদ্যমান যন্ত্রপাতিগুলো পূর্ণ সক্ষমতায় চালানো হলে বার্ষিক উৎপাদন হবে ৩ হাজার ৬৫০ মেট্রিক টন। তাতে মুনাফা হবে ২ কোটি ৪০ লাখ টাকা। তবে সেখানে শ্রমিক সংখ্যা প্রায় একই রেখে আধুনিক তাঁত স্থাপন করলে উৎপাদন বেড়ে দাড়াবে ১০ হাজার ৯২০ মেট্রিক টন। আর বার্ষিক মুনাফা হবে ৪২ কোটি ২৬ লাখ টাকা।

স্কপ তাদের প্রস্তাবে বলছে, তিন হাজার আধুনিক তাঁত স্থাপন করলেই ৬ হাজার ২৩২টি হেসিয়ান তাঁতের সমপরিমান পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব। অন্যদিকে দুই হাজার আধুনিক রিপেয়ার হেসিং তাঁতেই ৩ হাজার ৬৯৬টি হেসিয়ান তাঁতের সমপরিমান উৎপাদন সম্ভব। তবে প্রথম ধাপের সাফল্যের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ করা যেতে পারে। প্রথম ধাপে ৩ হাজার হেসিয়ান তাঁতের সম্ভাব্য মূল্য ৩০০ কোটি টাকার মত হতে পারে। সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় নতুন প্রি-ভিম ও ভিম মেশিন প্রতিস্থাপনে সম্ভাব্য ব্যয় হবে ১৫০ কোটি টাকা। এসব পরিবর্তন করলে বিজেএমসির হেসিয়ান তাঁতের উৎপাদন ৮০ হাজার মেট্রিক টন থেকে ১ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে। এই পরিমান উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখতে হলে ছয় মাসের পাটের মজুত লাগবে। সে জন্য ৩০০ কোটি টাকার প্রয়োজন। একই সঙ্গে অন্যান্য যন্ত্রপাতি মেরামত, স্থাপনসহ অন্যান্য ব্যয়ের জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখতে হবে। আর চার মাস সংস্কার কাজ চলার সময় কর্মহীন শ্রমিকদের ৫০ শতাংশ মজুরি দিতে ১০০ কোটি টাকা লাগবে। সব মিলিয়ে ১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। তাদের প্রস্তাবে পাটকলের ডেপুটি ম্যানেজার ও ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারসহ অন্যান্য পদ বিলুপ্তির কথা রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান বলেন, বিজেএমসির পাটকলগুলো বিএমআরআই করে সমস্যার সমাধান হবে না। পুরনো যন্ত্রপাতির বদলে নতুন তাঁত স্থাপন থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে হবে।

আমিরুল হক আমিন বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত ৭৭টি পাটকল পরিচালনা করতে বিজেএমসি গঠিত হয়েছিল। সেই কাঠামো দিয়েই ২২টি পাটকল ও ৩টি নন-জুটমিল কারখানা পরিচালনা করা হচ্ছে। চার দশকে পাটকলের শ্রমিক সংখ্যা কমলেও বিজেএমসির লোকবল কিন্তু কমে নাই। তাই বিজেএমসিকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হলে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে।

শহীদুল্লাহ চৌধুরী বলেন, সঠিকভাবে চালাতে পারলে রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকলগুলোকে লাভজনক করা সম্ভব। তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলনের বিষয়ে তিনি বলেন, চরম হতাশা থেকে শ্রমিকেরা এ পর্যায়ে পৌঁছেছেন। তবে শ্রমিকদের কাছে প্রত্যাশা আপনারা সংযত হোন, ধৈর্য হারাবেন না। আশা করি বর্তমান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে।

আমরণ অনশনে দুই পাটকল শ্রমিকের মৃত্যু: ১১ দফা দাবি আদায়ে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন প্লাটিনাম জুট মিলের শ্রমিক আব্দুস সাত্তার (৫৫) । ১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অনশন কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে শ্রমিক আব্দুস সাত্তার অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আব্দুস সাত্তারের ত্যাগকে শ্রদ্ধা জানিয়ে জানাজায় অংশ নেওয়া শ্রমিকরা ঘোষণা দেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। পরে ১৫ ডিসেম্বর প্লাটিনাম জুট মিলের ম্যাকানিক্যাল বিভাগের শ্রমিক সোহরাব খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে প্রয়োজন শ্রমিকের শোভন কর্মপরিবেশ ও মজুরি

দেশের যে চলমান উন্নয়ন, তা অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়া দরকার। কাউকে পেছনে রেখে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের স্বার্থে খেটে খাওয়া শ্রমিকের জন্য ভাবতে হবে। তাদের কথা শুনুন এবং উন্নয়নের অংশীদার ভাবুন। এজন্য শোভন কর্মপরিবেশ ও শোভন মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। ২৮ নভেম্বর ২০১৯ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) এক সংলাপে বিশেষজ্ঞরা এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ঐ সংলাপের আয়োজন করা হয়। 'ন্যাশনাল ডায়ালগ অন দ্যা ফিউচার অফ ওয়ার্ক' শীর্ষক ঐ সংলাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. গওহর রিজভী। শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান ছাড়াও দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মঅধিবেশনে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তা, শ্রমিক ও মালিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে শ্রমিক নেতারা শ্রমিকের বিভিন্ন বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। সংলাপে শ্রমিকের নামমাত্র ক্ষতিপূরণ, হয়রানি তথা শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিষয়গুলো উঠে আসে। শ্রমিক নেতা ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান বলেন, একজন শ্রমিকের মৃত্যুর পর ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাবেন মাত্র দুই লাখ টাকা। এটি খুবই অপর্যাপ্ত। ক্ষতিপূরণ হওয়া উচিত নিহত শ্রমিকের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য আয়ের হিসাবের ওপর ভিত্তি করে। এছাড়া শ্রমিকদের ওপর সহিংসতাসহ আরো কিছু ইস্যু তুলে ধরে এক্ষেত্রে আইএলওর সংশ্লিষ্ট নীতিমালার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।

বাংলাদেশে আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর তৌমো পৌতিআইনিন টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে কারখানা মালিক, শ্রমিক ও সরকারের যৌথ উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, শ্রমিকের কথা শুনুন।

এ সময় বক্তারা বাংলাদেশে শ্রম পরিস্থিতির উন্নয়নে আইএলওর কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। বিশেষত ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে ভূমিকা রাখার বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচনায় উঠে আসে। ড. গওহর রিজভী বলেন, আইএলও গত এক শতাব্দী ধরে মানব সেবার কাজ করতে পাশে দাঁড়িয়েছে। দুঃখজনকভাবে শ্রমিক ও শ্রমকে এখনো পণ্য হিসেবে দেখা হয়। শ্রমিকদের সমান অংশীদার হিসেবে দেখা উচিত। এটি সম্ভব হবে তাদেরকে সমান মর্যাদা দেওয়ার মাধ্যমে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক বলেন, তিন পক্ষের মধ্যেই আস্থা তৈরি করতে পেরেছে আইএলও। তবে শ্রম অধিকার রক্ষার বিষয়টি এখনো আইএলওর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। শ্রমিকের জন্য আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আইনি সংশোধনের বিষয়টি চলমান প্রক্রিয়া। গত কয়েক বছরে এক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তিনি বলেন, সব পক্ষকেই সবার কথা শুনতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে অগ্রগতির কথা তুলে ধরে এখনো শিশু শ্রম পুরোপুরি নিরসনে কাজ করা, শোভন কর্মপরিবেশ এবং কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে বলে উল্লেখ করেন।

দিনব্যাপী ঐ সংলাপের বিভিন্ন অধিবেশনে আরো বক্তব্য দেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজম, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি কামরান টি রহমান, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু প্রমুখ।

সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ নভেম্বর ২০১৯

অদক্ষ কর্মীরাই চালাচ্ছেন শিল্প

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশের শিল্প বলতে ছিল মূলত পাটকল। পরে রফতানিমুখী পোশাক খাত দিয়ে শুরু হয় উৎপাদনমুখী শিল্পের অগ্রযাত্রা। এরই ধারাবাহিকতায় গত চার দশকে অনেকগুলো শিল্প বিকশিত হয়েছে, যেগুলোর চালিকাশক্তি ছিল অদক্ষ কর্মী। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডির পর্যবেক্ষণ বলছে, এখনো অদক্ষ কর্মীরাই চালাচ্ছেন বাংলাদেশের শিল্প।

ওষুধ শিল্প মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের (বিএপিআই) ভাইস প্রেসিডেন্ট ও রেনাটা লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সৈয়দ এস কায়সার কবির বলেন, ওষুধ শিল্প শ্রমঘন নয়। বড় আকারের উৎপাদন ব্যবস্থা অনেক বেশি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির। আধুনিক ওষুধ শিল্প হোয়াইট কলার কর্মীর ওপরই বেশি নির্ভরশীল। যেমন

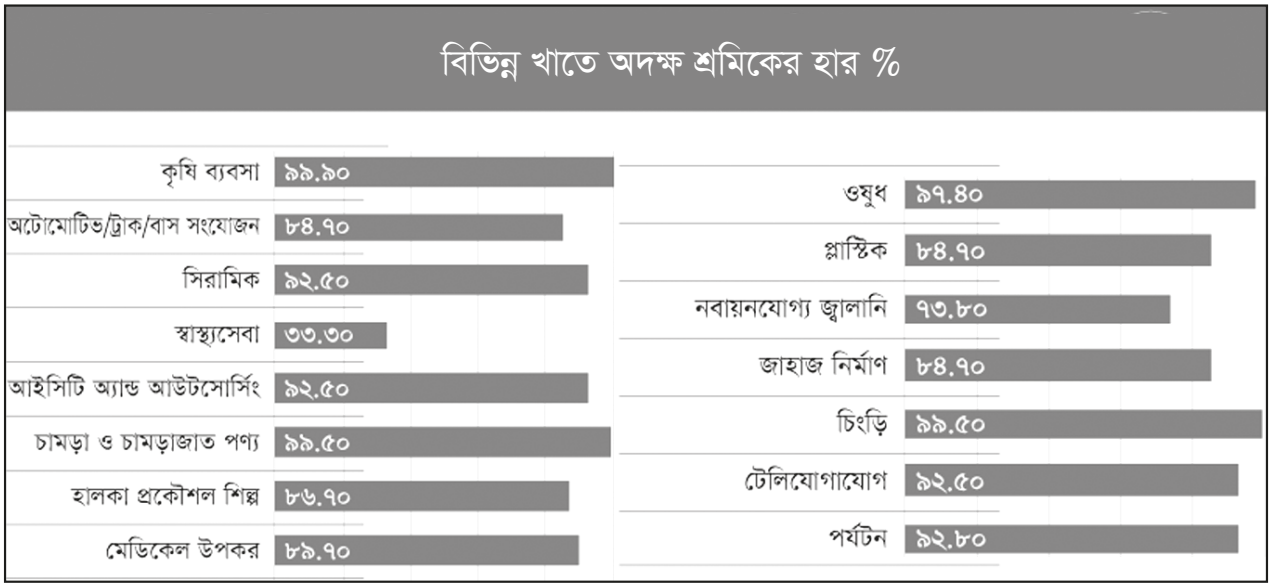

বাংলাদেশের বেসরকারি খাত নিয়ে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন সম্প্রতি প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা ইউএসএআইডি। প্রতিবেদনে শিল্পভিত্তিক অদক্ষ কর্মীর হার প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, শিল্পভেদে অদক্ষ কর্মীর হার সর্বনিম্ন ৭৩ দশমিক ৮০ থেকে সর্বোচ্চ ৯৯ দশমিক ৯ শতাংশ।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশে শিল্পের পত্তনে অদক্ষ শ্রমিকরাই মূল ভূমিকা রেখেছেন। তবে অদক্ষতা বা স্বল্পদক্ষতা দিয়ে আগামীতে শিল্পের বিকাশ কঠিন হবে। ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে।

পোশাক শিল্পের বাইরে সম্ভাবনাময় খাতগুলোর অন্যতম ওষুধ শিল্প। বাংলাদেশের ওষুধ খাতের বাজার এরই মধ্যে ২৪৪ কোটি ডলার। উৎপাদিত ওষুধ ১২৭টি দেশে রফতানিও করছে দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো, যার বার্ষিক পরিমাণ ১০ কোটি ডলার। খাতটিতে কর্মসংস্থান হয়েছে ১ লাখ ৭২ হাজার মানুষের, যাদের ৯৭ দশমিক ৪০ শতাংশই অদক্ষ।

ফার্মাসিস্ট, কেমিস্ট, প্রকৌশলী ও আইটি পেশাজীবী। এ ধরনের কর্মীদের বড় একটি অংশ বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বের হচ্ছেন। আমাদের ঘাটতি আছে শীর্ষ পর্যায়ের বিজ্ঞানীর, যারা পণ্য উন্নয়ন ও গবেষণার বাস্তবতা নিয়ে কাজ করেন।

দেশের অন্যতম শিল্প খাত কৃষি। ৩৫৪ কোটি ডলার বা ২৯ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে এ খাতের আকার। এ খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় তিন লাখ মানুষের। ইউএসএআইডির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এদের ৯৯ দশমিক ৯ শতাংশই অদক্ষ।

দেশে অটোমোবাইল খাতের আকার দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩৮৯ কোটি ডলারের। এ খাতে ট্রাক-বাসের সংযোজন করে অটোমোটিভ পণ্য রফতানিও হচ্ছে। বর্তমানে এ খাতে নিয়োজিত আছেন ৫০ হাজার কর্মী। এ কর্মীদেরও প্রায় ৮৫ শতাংশ অদক্ষ।

সম্ভাবনাময় বেসরকারি খাতগুলোর অন্যতম সিরামিক। বাংলাদেশে খাতটির আকার দাঁড়িয়েছে ৬৬ কোটি ডলারে। অভ্যন্তরীণ বাজারের পাশাপাশি ৫০টি দেশে রফতানিও হয়

সিরামিক পণ্য। শিল্পটিতে কর্মরত আছেন ৪৮ হাজার কর্মী। এদের ৯২ দশমিক ৫০ শতাংশই অদক্ষ।

এরই মধ্যে ৫৯২ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতের বাজার। এ খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে ২ লাখ ৫০ হাজার মানুষের। এদের এক-তৃতীয়াংশ বা ৩৩ দশমিক ৩ শতাংশ অদক্ষ বলে ইউএসএআইডির পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে। স্বাস্থ্যসেবা খাতের হাত ধরে বড় হচ্ছে মেডিকেল ইকুইপমেন্টের বাজার। বর্তমানে এ খাতের স্থানীয় বাজারের আকার ৩৫ কোটি ডলার, যেখানে কর্মরত আছেন ১০ হাজারের মতো কর্মী। এদেরও ৮৯ দশমিক ৭০ শতাংশ অদক্ষ।

বহু শিল্পে এখনো অদক্ষ শ্রমিকরাই কাজে প্রবেশ করেন বলে জানান বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি কামরান টি রহমান। তিনি বলেন, কাজ শুরুর পর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্বল্পদক্ষ হয়ে ওঠেন তারা। কর্মকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই তাদের কর্মোপযোগী করা হচ্ছে। দক্ষ কর্মী পাওয়া যাচ্ছে না বলেই এটা করতে হচ্ছে। তবে এ ব্যবস্থা থাকলেই হবে না। বর্তমানে খুব আলোচনা হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে। এ বিপ্লব অনেক বেশি গতিশীল। এতে গতিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আগে যে গতিতে পরিবর্তন হয়েছে এখনকার গতি তার কয়েক গুণ বেশি। কারণ প্রশিক্ষিত করার পর কিছুদিনের মধ্যেই তা অকার্যকর হতে শুরু করবে। ফলে আবারো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন পড়বে। এ কারণে নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার একটা প্রস্তুতি থাকতে হবে।

দেশের বর্ধনশীল খাতগুলোর অন্যতম আইসিটি অ্যান্ড আউটসোর্সিং। ১১০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে এ খাতের আকার। খাতটিতে নিয়োজিত আছে ৯ লাখ ৪০ হাজার মানুষ, যাদের ৯২ দশমিক ৫০ শতাংশেরই প্রয়োজনীয় দক্ষতা নেই।

বাংলাদেশের আরেক বড় শিল্প খাত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। ১৯০ কোটি ডলারে পৌঁছেছে এ খাতের স্থানীয় বাজার। পাশাপাশি ৮৪টি দেশে বার্ষিক ১০০ কোটি ডলারের চামড়াজাত পণ্য রফতানিও হচ্ছে। খাতটিতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ছয় লাখ মানুষের, যাদের ৯৯ দশমিক ৫ শতাংশই অদক্ষ।

৩১২ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে দেশের হালকা প্রকৌশল শিল্পের স্থানীয় বাজার। পাশাপাশি ৩৩টি দেশে হালকা প্রকৌশল পণ্য রফতানি হয়। ৮ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে খাতটিতে। এদের সিংহভাগ অর্থাৎ ৮৬ দশমিক ৭০ শতাংশই অদক্ষ।

বাংলাদেশ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, এ শিল্পের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আরো প্রায় ৬০ লাখ লোক জীবিকা নির্বাহ করছে। নানা সমস্যা, সংকট ও প্রতিকূলতার মধ্যে পড়ে সম্ভাবনাময় শিল্পটি জাতীয় অগ্রগতিতে কাঙ্খিত অবদান রাখতে পারছে না। এ খাতকে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় দাঁড় করাতে হলে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্লাস্টিক খাতে বাংলাদেশের বাজার দাঁড়িয়েছে ১৮০ কোটি ডলারের। আন্তর্জাতিক বাজারে ৬৮টি দেশে বার্ষিক গড়ে ১০০ কোটি ডলারের প্লাস্টিক পণ্য রফতানিও করছে বাংলাদেশ। খাতটিতে কাজ করছে ১২ লাখ মানুষ, যাদের ৮৪ দশমিক ৭০ শতাংশই অদক্ষ।

বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানির বাজার ৫১ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। এ খাতে নিয়োজিত মাত্র এক হাজার কর্মী। তাদেরও ৭৩ দশমিক ৮০ শতাংশ অদক্ষ।

দেশের জাহাজ নির্মাণ খাতের আকার এখন ২২০ কোটি ডলারের। বিশ্বের ১৫টি দেশে বাংলাদেশে নির্মিত জাহাজ রফতানি হয়েছে ৩ কোটি ৩ লাখ ডলারের। শিল্প খাতটিতে নিয়োজিত কর্মী প্রায় দেড় লাখ। এদের ৮৪ দশমিক ৭০ শতাংশেরই কাঙ্খিত দক্ষতা নেই।

চিংড়ি খাতের অভ্যন্তরীণ বাজারের আকার ৩৭ কোটি ডলারের। বিশ্বের ২০টি দেশে রফতানিও হয় পণ্যটি। এ খাতে কর্মরত ৮ লাখ ৫০ হাজার কর্মীর ৯৯ দশমিক ৫ শতাংশই অদক্ষ।

৩৮০ কোটি ডলারের টেলিযোগাযোগ খাতে কর্মরত আছে ২ লাখ ৪৫ হাজার মানুষ। এদের ৯০ শতাংশের বেশি অর্থাৎ ৯২ দশমিক ৫০ শতাংশই অদক্ষ।

দেশের পর্যটন শিল্পে কর্মরত আছে ১১ লাখ মানুষ। এদেরও ৯২ দশমিক ৮০ শতাংশের প্রয়োজনীয় দক্ষতা নেই। যদিও খাতটির আকার দাঁড়িয়েছে ৫৩০ কোটি ডলারে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনএসডিএ) নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ ফারুক হোসেন বলেন, কখনো দক্ষ কখনো অদক্ষ কর্মী দিয়েই আমরা এ পর্যায়ে এসেছি। স্বীকৃত দক্ষ শ্রমিক আমরা কখনো পাইনি। দক্ষতার ঘাটতিতে বিপুল পরিমাণ বিদেশী মুদ্রাও খরচ করতে হয় আমাদের। এখন আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি, যাতে করে দক্ষতার একটি আন্তর্জাতিক মান স্থানীয়ভাবে নিশ্চিত করা যায়। প্রশিক্ষণের মানের স্বীকৃতিও আমরা এনএসডিএ দেব। অনেক দেরিতে হলেও আমরা দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছি। সামনে এগিয়ে যেতে আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, সবগুলোই আমাদের মোকাবেলা করতে হবে। এর মধ্যে আছে আমাদের দক্ষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই, আমাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষকও নেই। আমাদের দক্ষতার জাতীয় চাহিদা সম্পর্কেও আমরা ওয়াকিবহাল নই। এগুলো কাটিয়ে প্রকৃত দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত করে সামনে এগোতে হবে।

সুত্র: বণিক বার্তা, ১২ নভেম্বর ২০১৯

আঙ্কটাডের প্রতিবেদন

জাহাজ ভাঙ্গার নেতৃত্বে এখন বাংলাদেশ

জাহাজ নির্মাণ ও মালিকানায় বিশ্বসেরার তালিকায় নেই বাংলাদেশ। তবে জাহাজ ভাঙ্গায় বিশ্বের সব দেশকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। ২০১৮ সালে বিশ্বে যত জাহাজ ভাঙ্গা হয়েছে, তার ৪৭ দশমিক ২ শতাংশই বাংলাদেশে ভাঙ্গা হয়েছে।

জাতিসংঘের উন্নয়ন ও বাণিজ্য সংস্থা 'আঙ্কটাড' প্রকাশিত 'রিভিউ অব মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট ২০১৯' শীর্ষক প্রকাশনায় এ তথ্য উঠে এসেছে। ৩০ অক্টোবর ২০১৯ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে বিশ্বজুড়ে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহন, জাহাজ নির্মাণ, মালিকানা ও নিবন্ধন এবং সমুদ্র যোগাযোগে দেশগুলোর অবস্থান নিয়ে তথ্য তুলে ধরা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, জাহাজ ভাঙ্গায় বাংলাদেশের পরের অবস্থান ভারতের। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ৮৬ লাখ টন আয়তনের জাহাজ ভেঙেছে। ভারতে ভাঙ্গা হয়েছে ৪৬ লাখ ৯০ হাজার টন আয়তনের জাহাজ। এরপরের অবস্থান যথাক্রমে পাকিস্তান, তুরস্ক ও চীনের। ২০১৭ সালে জাহাজ ভাঙ্গায় শীর্ষস্থানে ছিল ভারত।

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে আশির দশকে নেতৃত্বে ছিল তাইওয়ান। নব্বইয়ের দশকে তাইওয়ানের সঙ্গে চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া এই খাতে নেতৃত্ব দেয়। এরপরের দুই দশকে ভারত ও চীন ছিল জাহাজ ভাঙ্গায় শীর্ষে। গত এক দশক ধরে এই দুই দেশের সঙ্গে বাংলাদেশও মাঝে মাঝে শীর্ষস্থানে উঠে আসে। এবার এই খাতে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে সব দেশকে।

জাহাজ ভাঙ্গায় বাংলাদেশের শীর্ষস্থানে উঠে আসার কারণ হলো, ইস্পাতের কাঁচামাল জোগানে নির্ভরতা। ভারতের ইস্পাত তৈরির জন্য মৌলিক কাঁচামাল আকরিক লৌহ আছে। সেখানে পুরোনো জাহাজ ভাঙ্গার জন্য কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীলতা কম। জাহাজ ভাঙ্গা সংক্রান্ত নিয়মকানুনে বাধ্যবাধকতা বাড়ছে। প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে, পরিবেশ দূষণ কমাতে চীন নিজ দেশের বাইরে থেকে পুরোনো জাহাজ আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে বাংলাদেশ এখন জাহাজ ভাঙ্গার বড় বাজার হয়ে উঠছে।

জাহাজ ভাঙ্গা খাতের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ক্যাপ্টেন আনাম চৌধুরী বলেন, সরকারি-বেসরকারি প্রকল্পে রডের চাহিদা বাড়ায় গত বছর পুরোনো জাহাজ আমদানি বেড়েছিল। পুরোনো জাহাজ বেচাকেনার বৈশ্বিক বাজার এখন বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল।

কাস্টমসের তথ্যে দেখা যায়, ২০১৮ সালে বাংলাদেশে ১৯৬টি জাহাজ ভাঙ্গার জন্য আমদানি হয়। এসব জাহাজ থেকে পাওয়া গেছে ২৫ লাখ ৮১ হাজার টন লোহা। এ জন্য ১ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় সাড়ে নয় হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা গুনতে হয়েছে।

জাহাজ ভাঙ্গায় শীর্ষে থাকলেও জাহাজ নির্মাণে বাংলাদেশের অবস্থান নিচের সারিতে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান জাহাজ নির্মাণে নেতৃত্ব দিচ্ছে। গত বছর এই তিনটি দেশ বিশ্বের ৯০ শতাংশ জাহাজ নির্মাণ করেছে। বাংলাদেশ করেছে দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। আবার জাহাজের মালিকানায় শীর্ষ দেশ হলো গ্রিস।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনে এবার প্রবৃদ্ধি কমেছে। গত বছর বিশ্বে ১১ কোটি বিলিয়ন টন পণ্য পরিবহন হয়, যা আগের বছরের চেয়ে ২ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি। এই প্রবৃদ্ধি ঐতিহাসিক গড় প্রবৃদ্ধি ৩ শতাংশের চেয়ে কম। চলতি বছর এই প্রবৃদ্ধি কমে ২ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে আসবে বলে প্রতিবেদনে আভাস দেওয়া হয়। চীন-যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধের প্রভাবসহ নানা কারণে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের প্রবৃদ্ধি কমছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়।

সূত্র: প্রথম আলো, ৯ নভেম্বর ২০১৯

৩৮ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু

রাজধানীর কালশী মোড়ে একটি গ্যারেজে মোবিল দিয়ে মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশ পরিষ্কার করছিল আট বছরের সুজন। এ সময় তার পাশে সাত থেকে ১৫ বছর বয়সী আরও ৭-৮ জনের কেউ ঝালাই, কেউবা পোড়া মোবিল বদলানোসহ ভারী সব কাজ করছিল। তারা জানায়, বড় মেকাররা গ্যারেজের বিপজ্জনক কাজ ছোটদের ভরসায় রেখে খেতে গেছেন। তারা বলেন, হাতে মোবিলের দুর্গন্ধ থাকায় খাবার খেতে ভালো লাগে না। কেউ বলে মাথা ও হাত-পায়ে ব্যথা হয়। তারপরও অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে তারা এই কাজ করছে। অথচ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে শিশুদের গ্যারেজে কাজ করাকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিশুরা যাতে এ কাজ না করে এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশনাও আছে। কিন্তু গ্যারেজসহ শিশুরা প্রকাশ্যেই ঝুঁকিপূর্ণ ৩৮টি কাজ করছে। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং ২০২৫ সালের মধ্যে দেশ থেকে সব ধরনের শিশুশ্রম বন্ধের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে। এজন্য সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপও নিয়েছে। এরই মধ্যে ৩৮টি কাজকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আর এসব কাজে কোনো শিশুকে যেন নিয়োগ করা না হয় এজন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এত কিছুর পরও শুধু কম পারিশ্রমিক দিয়ে বেশি কাজ করানোর জন্য অনেক কারখানা মালিক শিশু শ্রমিক নিয়োগ দিচ্ছেন।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে শিশুদের জন্য যে ৩৮টি কাজ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সেগুলো হচ্ছে- অ্যালোমিনিয়ামজাত দ্রব্যাদি তৈরি, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ বা গ্যারেজের কাজ, ব্যাটারি চার্জিং, বিড়ি ও সিগারেট তৈরি, ইট ও পাথর ভাঙ্গা, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের লেদ মেশিন, কাচ ও কাচের সামগ্রী তৈরি, দিয়াশলাই তৈরি, প্লাস্টিক ও রাবার সামগ্রী তৈরি, লবণ তৈরি, সাবান ও ডিটারজেন্ট তৈরি, স্টিল ফার্নিচার ও গাড়ি রং, চামড়াজাত দ্রব্যাদি তৈরি, ওয়েলডিং ও গ্যাস বার্নারের কাজ, কাপড়ের রং ও ব্লিচ করা, জাহাজ ভাঙ্গা, চামড়ার জুতা তৈরি, ভলকানাইজিং, মেটাল ওয়ার্ক, চুনাপাথরের কাজ, স্পিরিট ও অ্যালকোহল দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াকরণ, জর্দা ও তামাক তৈরি, কীটনাশক তৈরি, স্টিল ও মেটাল কারখানার কাজ, আতশবাজি তৈরি, ইমিটেশন ও চুড়ির কারখানার কাজ, ট্রাক/টেম্পো ও বাসের হেলপার, স্টেইনলেস স্টিলসামগ্রী তৈরি, ববিন ফ্যাক্টরিতে কাজ, তাঁতের কাজ, ইলেকট্রিক মেশিনের কাজ, বিস্কুট ও বেকারি কারখানার কাজ, সিরামিক কারখানার কাজ, নির্মাণ কাজ, কেমিক্যাল কারখানার কাজ, কামারের কাজ ও জাহাজে মালামাল হ্যান্ডেলিংয়ের কাজ।

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানেই শিশুদের হরহামেশাই এই কাজগুলো করতে দেখা যাচ্ছে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়- ঝুঁকিপূর্ণ এসব কাজ করার জন্য শিশুরা নিউমোনিয়া, রক্ত কাশি, আঙ্গুলে ক্ষত, শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া, শ্বাসনালির সংক্রমণ, ফুসফুস সংক্রমণ, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, পাকস্থলির ঘা, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, চোখের প্রদাহ, বাতজ্বর, ক্ষুধামন্দা, হাতে ব্যথা, মূত্রাশয় ক্যান্সার, হাঁপানি, রক্তশূন্যতা, অ্যালার্জি, যকৃতের প্রদাহ, চোখের সমস্যা, শারীরিক দুর্বলতা, জ্বর, ডায়রিয়া, গিরায় ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, বমি হওয়া, ওজন কমে যাওয়া, কাশি, মাথা ঘোরা, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং কণ্ঠনালিতে ক্যান্সারের মতো রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট এলিনা খান বলেন, দরিদ্রতার কারণেই ঝুঁকিপূর্ণ ৩৮টি কাজ থেকে শিশুশ্রম বন্ধ করা যাচ্ছে না। এসব কাজে যেহেতু শিশু স্বাস্থ্যের বিষয়টিও জড়িত এজন্য সরকারকে মনিটরিং বাড়াতে হবে। আবার দরিদ্র অভিভাবকরাও তাদের সন্তানরা যাতে ঠিকমত খেতে-পরতে পারে সেজন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজে পাঠায়। আইন বাস্তবায়ন না হওয়ায় শিশুশ্রম বন্ধ হচ্ছে না।

সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১০ নভেম্বর ২০১৯

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব

পোশাক খাতে প্রতি পাঁচটির দুটি চাকরি ঝুঁকির মুখে

বাংলাদেশ থেকে মোট রফতানির ৮৪ শতাংশই হয় পোশাক পণ্যের। শ্রমঘন এ খাতের উৎপাদন ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় হতে শুরু করেছে। এতে চাকরিচ্যুত হবে লাখ শ্রমিক। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, পোশাক খাতের স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থায় এ খাতে প্রতি পাঁচটি চাকরির দুটিই ঝুঁকির মুখে রয়েছে। ৭ ডিসেম্বর ২০১৯ এক সেমিনারে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়।

রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) 'ফিউচার স্কিল রিকয়ার্ড বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি। গেস্ট অব অনার ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মোঃ নজিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি কামরান টি রহমান। ডিসিসিআই সভাপতি ওসামা তাসিরের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য মোহাম্মদ রেজাউল করিম। সেমিনারে ডিবিআই ও এআইইউবির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে সেমিনারে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে এর প্রভাব উল্লেখ করা হয় উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধে। এ সময় অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত পাঁচটি খাতে প্রয়োজনীয় ভবিষ্যৎ দক্ষতা নিয়ে করা সমীক্ষার ফলাফল উল্লেখ করা হয়।

বস্ত্র-পোশাক খাতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা শুধু এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশের লাখো জনগোষ্ঠীকে চাকরিচ্যুত করবে তা নয়, উন্নত অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলবে। এশিয়ায় শিল্প রোবট বিক্রি ২০১১ থেকে ২০১৬ সালে গড়ে ১২ শতাংশ বেড়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে পোশাক খাতের ৬০ শতাংশ কাজই হবে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায়। এর প্রভাবে প্রতি পাঁচটি চাকরির দুটি ঝুঁকির মুখে রয়েছে। স্বল্প শিক্ষিত নারী শ্রমিকদের চাকরি হারানোর এ ঝুঁকির মাত্রা বেশি।

সেমিনারে বলা হয়, পোশাক কারখানায় ঝুঁকির মধ্যে থাকা পদগুলোর মধ্যে আছে সিঙ্গেল নিডল লকস্টিচ-ডাবল নিডল লকস্টিচ সুইং মেশিন অপারেটর, ফ্লোর সুপারভাইজার, প্যাটার্ন মেকার, কোয়ালিটি কন্ট্রোলার, প্রডাকশন প্ল্যানার ও মার্চেন্ডাইজার। এছাড়া আছে ফ্যাশন ডিজাইনার, ক্যাড-ক্যাম অপারেটর, পোর্টফোলিও ডেভেলপার, প্রডাকশন প্ল্যানার ও কন্ট্রোলার।

সেমিনারে প্রধান অতিথি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ঝুঁকি মোকাবেলায় চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় প্রকৃত শিক্ষা ও ডিগ্রির জন্য শিক্ষার মধ্যে ব্যবধান কমাতে হবে। আমাদের একাডেমিক কারিকুলাম চাকরি প্রত্যাশীদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারে না। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কারণে শ্রমনির্ভর চাকরির বাজার সংকুচিত হচ্ছে। ভবিষ্যতের কাজের বিষয়টি মাথায় রেখে সরকার শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। এজন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল এনএসডিসিকে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশকে বিশ্বের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দেশ উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে সবার জন্য শোভন কর্মপরিবেশ এবং পরিপূর্ণ উৎপাদনশীল কর্মের নিশ্চয়তার জন্য কাজ করছে। প্রতি বছর ১৮ থেকে ২০ লাখ চাকরি প্রত্যাশী বাজারে আসছে। এ বিপুল সংখ্যক চাকরি প্রত্যাশীর মধ্যে ১৪ লাখ লোককে সরকারের বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাকিদের স্থানীয় কল-কারখানা এবং আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য কর্মযোগ্য করতে প্রশিক্ষণ দিতে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

সূত্র: বনিক বার্তা, ৮ ডিসেম্বর ২০১৯

বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন
দারিদ্র্য বিমোচনে শীর্ষ ১৫ দেশে নেই বাংলাদেশ

তিন বছর আগে ২০১৬ সালের ১৭ অক্টোবর দারিদ্র্য বিমোচনের সাফল্য তুলে ধরতে ঢাকায় একটি শোকেসের আয়োজন করে বিশ্বব্যাংক। তাতে অংশ নিতে তৎকালীন বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম বাংলাদেশে আসেন। রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানে গত কয়েক দশকে দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের সাফল্য তুলে ধরা হয়।

তিন বছর পরে এসে এখন বিশ্বব্যাংকই বলছে, গত দেড় দশকে দ্রুত দারিদ্র্য কমানোর প্রতিযোগিতায় শীর্ষ ১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ নেই। ওই ১৫টি দেশ যে গতিতে দারিদ্র্য কমিয়েছে, বাংলাদেশে কমেছে এর চেয়ে কম। ১২ নভেম্বর ২০১৯ বিশ্বব্যাংক এমন তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার ভারত ও পাকিস্তান থাকলেও বাংলাদেশ বাদ পড়েছে। কারণ, বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমার গতি কমেছে।

২০০০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত অতিদারিদ্র্য কমিয়েছে এমন শীর্ষ ১৫ দেশের তালিকায় আছে তানজানিয়া, তাজিকিস্তান, চাঁদ, কঙ্গো, কিরগিজস্তান, চীন, ভারত, মালদোভা, বারকিনো ফাসো, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ইথিওপিয়া, পাকিস্তান ও নামিবিয়া। এসব দেশে মোট ৮০ কোটি মানুষ ওই দেড় দশকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠেছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই সময়ে সবচেয়ে বেশি ৩ দশমিক ২ শতাংশ হারে দারিদ্র্য কমিয়েছে তানজানিয়া। দেশটিতে দারিদ্র্যের হার ৮৬ শতাংশ থেকে কমে ৪৯ শতাংশে নেমেছে। আর ১৫ নম্বরে থাকা নামিবিয়া ১ দশমিক ৬ শতাংশ হারে দারিদ্র্য কমিয়েছে। বাংলাদেশে কমেছে ১ দশমিক ৪২ শতাংশ হারে। ২০০০ সালে বাংলাদেশে অতিদারিদ্র্যের হার ছিল প্রায় ৩৫ শতাংশ। ২০১৬ সালে এসে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ৯ শতাংশ। বাংলাদেশে এখনো সোয়া ২ কোটি হতদরিদ্র লোক আছে।

ক্রয়ক্ষমতার সমতা অনুসারে দৈনিক ১ ডলার ৯০ সেন্ট আয় করলেই ওই ব্যক্তিকে আর গরিব হিসেবে ধরা হয় না। এটি আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যরেখা হিসেবে স্বীকৃত। এর বাইরে প্রতিটি দেশের একটি জাতীয় দারিদ্র্যরেখা আছে। ২০১৬ সালের হিসাবে বাংলাদেশের জাতীয় দারিদ্র্যের হার ২৪ শতাংশ।

কেন বাংলাদেশ পিছিয়ে গেছে এমন প্রশ্নের উত্তরে অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, ২০১০ সালের পর দারিদ্র্য বিমোচনের গতি কমেছে। কিন্তু ওই সময়ের পরে প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় দুটোই বেড়েছে। এই চিত্র দারিদ্র্য বিমোচনের গতি কমার হিসাবের সঙ্গে মিলছে না। কোথাও কোনো পরিসংখ্যানগত অসংগতি থাকতে পারে।

জাহিদ হোসেনের মতে, আগে শিল্প ও আবাসন খাতে শ্রমঘন কর্মসংস্থান হয়েছে, মজুরি বেড়েছে। কিন্তু ইদানীং শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি আগের মতো শ্রমঘন নয়। তাই কর্মসংস্থান আর মজুরিও আগের মতো বাড়েনি। শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির সুফল তুলনামূলক বেশি পেয়েছেন উদ্যোক্তারা, যা বৈষম্য বাড়িয়েছে।

অন্যরা বেশি এগিয়ে যাচ্ছে: ২০০০ সালের দিকে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ চীন, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ভিয়েতনামে অতিদারিদ্র্যের হার বাংলাদেশের চেয়ে বেশি ছিল। যদিও এসব দেশের অতিদরিদ্রদের জীবনমান তখনো বাংলাদেশের চেয়ে ভালো ছিল। কিন্তু দারিদ্র্য ঘোচানোর প্রতিযোগিতায় এসব দেশ গত দেড় দশকে অনেক এগিয়েছে। তারা দারিদ্র্যের হার প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়েছে। চীন ওই ১৫ বছরে দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশ থেকে ১ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। দেশটির প্রায় ৫০ কোটি মানুষ নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছে। ইন্দোনেশিয়ায় দারিদ্র্যের হার ৩৭ থেকে ৭ শতাংশ হয়েছে। দেশটিতে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠেছে। এমন মানুষের সংখ্যা ভিয়েতনামে আড়াই কোটি ও পাকিস্তানে ৩ কোটি ৩৮ লাখ। ভারত ২০০৪ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে অতিদারিদ্র্যের হার ৩৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২১ শতাংশে নামিয়েছে। দেশটিতে গরিব মানুষ কমেছে ১৬ কোটির বেশি।

জানতে চাইলে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) সদস্য শামসুল আলম বলেন, প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচনের গতি কিছুটা শ্লথ হয়েছে। একটি দেশের উন্নয়নের পথযাত্রায় ধনীরা আগে সম্পদ তৈরি করে। এসময় গরিবদের সম্পদ তৈরির সুযোগ তুলনামূলক কম থাকে। তাই দারিদ্র্য বিমোচনে কিছুটা ভাটা পড়ে। তাঁর মতে, এই অবস্থার উত্তরণে বর্তমান সরকার মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে জোর দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, দক্ষিণ কোরিয়া ও মালয়েশিয়ায় যখন দারিদ্র্য বিমোচনের গতি ধীর হয়েছিল, তখন ওই দুটি দেশ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদার করেছিল। এতে তারা সফলও হয়েছে।

বাংলাদেশে বৈষম্য প্রবল: ২০০০-২০১৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশে গরিবের সংখ্যা কমেছে প্রায় ৫০ লাখের বেশি। স্বাধীনতার পরপর ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে এ দেশে প্রায় অর্ধেক মানুষই হতদরিদ্র ছিল। তখন হতদারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮ শতাংশ। এখন তা ১২ দশমিক ৯ শতাংশে নেমে এসেছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এই সাফল্য বিশ্বনন্দিত।

কিন্তু বাংলাদেশে আয় বৈষম্য প্রবল। এ দেশে সবচেয়ে গরিব প্রায় পৌনে ২০ লাখ পরিবারের প্রতি মাসে গড় আয় মাত্র ৭৪৬ টাকা। তারা হলো দেশের সবচেয়ে গরিব ৫ শতাংশ পরিবার। একইভাবে সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ পরিবারের আয় প্রায় লাখ ছুঁই ছুঁই করছে। এমন ১৯ লাখ ৬৫ হাজার পরিবারের প্রতি মাসে গড় আয় ৮৯ হাজার টাকা। এর মানে হলো, দেশের সবচেয়ে হতদরিদ্র পরিবারের চেয়ে সবচেয়ে ধনীরা প্রায় ১১৯ গুণ বেশি আয় করেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত ২০১৬ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে এই চিত্র উঠে এসেছে।

সূত্র: প্রথম আলো, ১৯ নভেম্বর ২০১৯

বিল্‌স সংবাদ

বিল্‌স এর উদ্যোগে শোভন কাজ ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিস্থিতি-২০১৯ শীর্ষক প্রতিবেদন উপস্থাপন

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর উদ্যোগে "শোভন কাজ ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিস্থিতি-২০১৯" শীর্ষক প্রতিবেদন উপস্থাপন অনুষ্ঠান ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯ রাজধানীর বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিল্‌স এর উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ের সংবাদপত্রসমূহে ২০১৯ সালে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে তৈরি পোশাক শিল্পে শোভন কাজসহ অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে সংঘঠিত দুর্ঘটনা, সহিংসতা ও শ্রমিক আন্দোলন পরিস্থিতি উপস্থাপনা ও পর্যালোচনা করা হয়।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসান। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন বিল্‌স এর ভাইস চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য আমিরুল হক আমিন, বাংলাদেশ পোশাক শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি তৌহিদুর রহমান, বিল্‌স পরিচালক নাজমা ইয়াসমিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বিল্‌স এর ডিসেন্ট ওয়ার্ক ডেস্ক অফিসার ফারিবা তাবাসসুম এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেন বিল্‌স এর উপ-পরিচালক (তথ্য) মোঃ ইউসুফ আল মামুন এবং ইন্টার্ন অফিসার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষক মৌসুমি নিশাত শিমুল।

বিল্‌স এর সংবাদপত্র জরিপ (খসড়) অনুযায়ী ২০১৯ সালে (২৫ ডিসম্বর পর্যন্ত) কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ১১৭৫ জন শ্রমিক নিহত হয়। এর মধ্যে ১১৬৮ জন পুরুষ এবং ৭ জন নারী শ্রমিক। সবচেয়ে বেশি পরিবহন খাতে ৫০৮ জন শ্রমিক নিহত হয়। এছাড়া নির্মাণ খাতে ১৩১, কৃষি খাতে ১১৬, দিনমজুর ৮৫ জন, মৎস্য শ্রমিক ও মৎস্য খাতে ৬২ জন, বিদ্যুৎ খাতে ৩৫ জন, অভিবাসী শ্রমিক ২৯ জন, প্লাস্টিক কারখানায় ২৪ জন, ইট ভাটা শ্রমিক ২৩ জন, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প শ্রমিক ১৪ জন, প্রস্তুতকারক কারাখানায় ১২ জন, তৈরী পোশাক শিল্পে ৬ জন এবং অন্যান্য খাতে ১৩০ জন শ্রমিক নিহত হয়। এছাড়া কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ৬৫৯ জন শ্রমিক আহত হয়। এর মধ্যে ৬৪২ জন পুরুষ এবং ১৭ জন নারী শ্রমিক। উল্লেখ্য ২০১৮ সালে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ১০২০ জন শ্রমিক নিহত হয় এবং ৪৮২ জন শ্রমিক আহত হয়।

২০১৯ সালে শ্রমিকদের ওপর ১২৮৫ টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। নির্যাতনে ৩২৯ শ্রমিক নিহত হয়। এর মধ্যে ২৮১ জন পুরুষ এবং ৪৮ জন নারী শ্রমিক। সবচেয়ে বেশি ৫৭৭ জন অভিবাসী শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হয়। এছাড়া তৈরি পোশাক শিল্পে ১২৫, পরিবহনে ১১৫, মৎস্য খাত ও মৎস্য শ্রমিক ৭৮, ইটভাটা ৬৭, গৃহশ্রমিক ৫১, কৃষি খাতে ৪৯ জন শ্রমিক নিহত হন। উল্লেখ্য ২০১৮ সালে নির্যাতনে ৭৬৪ জন শ্রমিকের ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটে।

২০১৯ সালে কর্মক্ষেত্রে ৪২৩ টি আন্দোলনের ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ১৩১টি আন্দোলনের ঘটনা ঘটে তৈরী পোশাক শিল্পে। এছাড়া পাট শিল্পে ৬৩, পরিবহন সেক্টরে ৬১, গণমাধ্যমে ২৬, কৃষি খাতে ১৮, হকার ১৭, নৌযান ১৫, সিটি কর্পোরেশন ৯, ট্যানারি ৯ এবং অন্যান্য খাতে ৬৪টি আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য ২০১৮ সালে ৩৩৪ টি আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। আন্দোলনের কারনগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দাবি আদায়, অধিকার আদায়, বকেয়া বেতন এবং ভাতা আদায়, লেঅফ ইত্যাদি।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ হয়, তৈরি পোশাক শিল্পে ২০১৯ সালে সহিংসতায় হতাহত হয়েছে ১২৫ জন শ্রমিক, যার মধ্যে পুরুষ ৩৯ জন এবং নারী ৮৬ জন এবং এর মধ্যে ৩৮ জন নিহত, ৭৫ জন আহত, ৫ জন নিখোঁজ হয়েছে এবং আত্মহত্যা করেছে ৭ জন। এতে বলা হয়, শিল্প বিরোধের ঘটনা ঘটেছে ১৩১টি এবং এই ঘটনায় ১৮৮ জন শ্রমিক হতাহতের ঘটনা ঘটে যার মধ্যে ১ জন পুরুষ শ্রমিক নিহত হয়েছে। আহত ১৮৭ জনের মধ্যে ১২৪ জন পুরুষ এবং ৬৩ জন নারী শ্রমিক। আরও উল্লেখ করা হয়, জানুয়ারিতে নতুন মজুরি কাঠামোতে থাকা বেতন বৈষম্য নিরসনের দাবিতে শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পোশাক শিল্পে প্রায় ১১ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে। সাভার-আশুলিয়া এলাকার প্রায় ৫ হাজার ৮৪৫ জন শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় যাদের মধ্যে নারী শ্রমিকও ছিল। চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের নাম অনলাইনে দিয়ে দেয়ার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অন্য কোন পোশাক কারখানায় কাজ পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে যায়।

বৈঠকে বক্তারা বলেন, পোশাক শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এবং টেকসই উন্নয়ন ধরে রাখতে হলে শ্রমিকদের বাঁচার মতো মজুরি, জীবন ধারনের পরিবেশ, নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ও পরিবেশ, শ্রমিকের মর্যাদা এবং শোভন কাজ নিশ্চিত করতে হবে। তারা বলেন, গার্মেন্টস্ এর সাব কন্ট্রাক্ট কারখানার শ্রমিকরা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করছেন। অনেক কারখানার অবকাঠামোগত পরিবর্তন হলেও ভেতরের কাজের পরিবেশের পরিবর্তন অনেকাংশে অপরিবর্তনীয়।

ঢাকা মহানগরীর গণ-পরিবহন ও রিকশা: বাস্তবতা, সমস্যা ও করণীয় শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর উদ্যোগে "ঢাকা মহানগরীর গণ-পরিবহন ও রিকশা : বাস্তবতা, সমস্যা ও করণীয়" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক ২৬ নভেম্বর ২০১৯ জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে (ভিআইপি লাউঞ্জ) অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স চেয়ারম্যান মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ এর সভাপতিত্বে গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লানার্স এর সাধারণ সম্পাদক ড. আদিল মোহাম্মদ খান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ রেজাউল করিম। আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর বি এম সিরাজুল ইসলাম এবং ফাতেমা আক্তার ডলি, বিল্‌স এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসান, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) এর যুগ্ম সমন্বয়কারী নইমুল আহসান জুয়েল, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী আশিকুল আলম, জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আজম খসরু, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ট্রাফিক বিভাগের পরিদর্শক মোঃ গোলাম মোস্তফা, জাতীয় রিকশা ভ্যান শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইনসুর আলী, রিকশা ভ্যান মালিক সমিতির সভাপতি হারুন অর রশিদ খান প্রমুখ। বৈঠকে "ঢাকা মহানগরীর গণ-পরিবহন ও রিকশা : বাস্তবতা, সমস্যা ও করণীয়" বিষয়ক ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন বিল্‌স এর প্রোগ্রাম কনসালটেন্ট খন্দকার আঃ সালাম। এছাড়া বিল্‌স সহযোগি জাতীয় ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ, আইএলও প্রতিনিধি, রিকশা ভ্যান মালিক সমিতির প্রতিনিধি এবং

রিকশা ভ্যান শ্রমিক প্রতিনিধিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

ড. এম এম আকাশ বলেন, ঢাকায় রিকশা বন্ধ করার আগে কেন বন্ধ করা লাগবে তার যুক্তি দাঁড় করাতে হবে। কিন্তু সেটা করা হচ্ছে না। যেখানে গাড়ি স্পিডে চলে সেখানে রিকশা বন্ধ করতে হবে। যদি চলেও তাহলে রিকশার জন্য আলাদা লেন থাকতে হবে। প্রাইভেটকার এবং রিকশা পার্কিংয়ের জন্য আইন করতে হবে। তাহলে যানজট অনেকাংশে কমে যাবে।

ড. রেজাউল করিম বলেন, 'ঢাকা শহরের একটি বড় অংশ গণপরিবহণের আওতায় আনা সম্ভব নয়। সেখানে রিকশার বিকল্প নেই।

ড. আদিল মোহাম্মদ খান বলেন, বলা হয়, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোয় রিকশা নেই। কিন্তু এটা কেউ বলে না যে, সেখানে সাইকেলভিত্তিক শহর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

ডিএমপি ট্রাফিক পুলিশের শাহবাগ জোনের পরিদর্শক গোলাম মোস্তফা বলেন, মোটর ভেহিক্যাল আইনে রিকশা বা চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কোনো বিধান নেই। রিকশার রেজিস্ট্রেশন দেয় সিটি কর্পোরেশন। এছাড়া চালকরা ট্রাফিক আইন সম্পর্কেও জানেন না। এজন্য এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

সভাপতির বক্তব্যে বিল্‌স চেয়ারম্যান মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ বলেন, বৈধ রিকশা রেখে অবৈধ রিকশা উচ্ছেদ করতে হবে। যে ভিআইপি সড়কে রিকশা চলে না, সেখানেও যানজট আছে। রিকশা যানজটের প্রধান কারণ যারা বলেন, সেটা সঠিক নয়।

বৈঠকে বক্তারা বলেন, রিকশা প্রত্যেকের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় বাহন, কিন্তু রিকশাচালকরা প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন। তাদের মানবাধিকার, জীবন-যাপন, আইনী সুরক্ষা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। রিকশার বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনকে স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা করতে হবে। বিশেষ করে দ্রুত এবং স্বল্পগতির যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ও যন্ত্রচালিত যানবাহনের বিষয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। রিক্সাচালকদের মানবিক বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনকে এগিয়ে আসতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে।

তারা আরো বলেন, সারা দেশে অবৈধভাবে ব্যাটারী চালিত রিকশা চলছে। এদের কারণে যানজট এবং দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটছে। এগুলো বন্ধ করতে প্রশাসনকে এগিয়ে আসতে হবে। রিকশা উঠিয়ে দেওয়ার আগে রিকশা চালকদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। মানবিক দিক বিবেচনা করে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সকল পক্ষকে সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন কতৃক কয়েকটি সড়কে রিকশা চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ঢাকা মহা-নগরীর গণপরিবহন বিশেষ করে রিকশা এবং রিকশা চালকদের বিষয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ার প্রেক্ষাপটে এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

জাহাজভাঙ্গা শিল্পে শোভন কাজ: পক্ষসমূহের করণীয় বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর উদ্যোগে জাহাজভাঙ্গা শিল্পে শোভন কাজ: পক্ষসমূহের করণীয় বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক ২২ ডিসেম্বর ২০১৯ আজিমুর রহমান কনফারেন্স হল, ডেইলি স্টার সেন্টার, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য শাহ মোহাঃ আবু জাফর এর সভাপতিত্বে এবং বিল্‌স সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ এর সঞ্চালনায় গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায়। আরো উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মিজানুর রহমান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব শাহীন আখতার, শ্রম অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হাফিজ আহমেদ মজুমদার, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর চট্টগ্রামের উপ-পরিদর্শক মোঃ আল আমিন, বাংলাদেশ মেটাল ফেডারেশনের সভাপতি এ এম নাজিমউদ্দিন, জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের আহ্বায়ক তপন দত্ত, যুগ্ম আহ্বায়ক মু. সফর আলী, সদস্য সচিব আনোয়ার হোসেন, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) এর প্রতিনিধি চৌধুরী আশিকুল আলম, আইএলও প্রতিনিধি সাহাবুদ্দীন আহমেদ, বাংলাদেশ মেটাল লীগ এর সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ বাদল প্রমুখ। এছাড়াও জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, মানবাধিকার সংগঠনসমুহ, সংশ্লিষ্ট সরকারী পক্ষসমূহ, আইনজীবী এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ গোলটেবিল আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ধারনাপত্র উপস্থাপন করেন বিল্‌স এর সিনিয়র অফিসার পাহাড়ী ভট্টাচার্য।

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং এ শিল্পে বিভিন্ন পক্ষসমুহের ভূমিকা নির্ধারণের মধ্য দিয়ে শোভন কাজ ভিত্তিক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এ গোলটেবিল বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য।

বৈঠকে বক্তারা বলেন বিদ্যমান পরিস্থিতিতে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তারা অভিযোগ করেন এ শিল্পে উচ্চ আদালতের নির্দেশ মানা হচ্ছে না। জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে তারা বলেন, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে নিয়মিত দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের মৃত্যু হচ্ছে। অসহায় হচ্ছে তাদের পরিবার। এছাড়া জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প শ্রমিকদের নিয়োগ এবং পরিচয়পত্র প্রদান করা, শ্রম আইন সংশোধন করে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার কার্যকর করা, সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন করা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত ইয়ার্ড পরিদর্শন করার দাবি জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিবনাথ রায় বলেন, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের উন্নয়নে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল সংকটের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন এত কম জনবল দিয়ে সকল কারখানা পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। যার কারনে শ্রম আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না। জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে যেসব সরকারি সংস্থা কাজ করে তাদের সমন্বিতভাবে কাজ না করার ফলে এর সুফল শ্রমিকরা পাচ্ছে না। তিনি বলেন, গার্মেন্টস সেক্টরের মত অন্যান্য সেক্টরের শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

যুব সংগঠকদের নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং ফ্রেডরিক-ইবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) এর সহযোগিতায় জাতীয় ফেডারেশন সমূহের যুবা সংগঠকদের নিয়ে নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক আলোচনা কার্যক্রম ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় ফেডারেশনসমূহের যুব সংগঠকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, একদল দক্ষ ও প্রতিশ্রুতিশীল সংগঠক তৈরি করা, স্ব স্ব সংগঠন ও শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রাখার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়ন এবং অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং শ্রম ইস্যুতে আলোচনার লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়।

বিল্‌স এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জাকির হোসাইন, বিল্‌স এর সিনিয়র প্রশিক্ষক খন্দকার আব্দুস সালাম, এফইএস এর প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর অরূনদ্যূতি রানী, প্রশিক্ষক শাকিল আহমেদ, বিল্‌স এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মনিরুল কবির সহ বিভিন্ন জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সমূহের যুব নেতৃবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অক্সফাম প্রতিনিধি দলের বিল্‌স অফিস পরিদর্শন

অক্সফাম অস্ট্রেলিয়া এবং অক্সফাম আয়ারল্যান্ডের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিবিধি দলের বিল্‌স অফিস পরিদর্শন এবং আলোচনা সভা ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বর্তমান অবস্থা এবং বিল্‌স এর উদ্যোগ বিষয়ে প্রতিনিধি দল বিল্‌স নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেন।

অক্সফাম আয়ারল্যান্ডের পাবলিক অ্যাঙ্গেজমেন্ট ডিরেক্টর এমার মুলিন্স, অক্সফাম আয়ারল্যান্ডের অ্যাম্বাসেডর লরিয়াইন কেইন, বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসান, পরিচালক নাজমা ইয়াসমিন, প্রোগ্রাম কন্সালটেন্ট আবু ইউসুফ মোল্লা, উপ-পরিচালক মোঃ ইউসুফ আল মামুন (তথ্য) এবং মনিরুল ইসলাম (গবেষণা), অক্সফাম বাংলাদেশের এসপিও-জিডব্লিইএল রিফাত তানজিলা, অক্সফাম আয়ারল্যান্ডের ভলান্টিয়ার জেনি ওব্রায়েন এবং আনিকা তাসনিম সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বিল্‌স জার্নাল প্রকাশনা অনুষ্ঠান

বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং ফ্রেডরিক-ইবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) এর সহযোগিতায় জার্নাল প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৩০ নভেম্বর ২০১৯ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

জার্নালে প্রকাশিত লেখা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও এর মানোন্নয়নে দিকনির্দেশনা এবং পরামর্শ গ্রহণ করাই ছিল এ অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। সভায় অংশগ্রহণকারীরা বিল্‌স প্রকাশিত জার্নালের প্রচার বাড়ানোর সুপারিশ করেন। এছাড়া এটি কীভাবে আরো বেশি করে শিক্ষাবিদ, গণমাধ্যমকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পাঠকের হাতে পৌঁছানো যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ, গবেষক, সাংবাদিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এবং নাগরীক সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান ভুঁঞার সভাপতিত্বে প্রকাশনা ও মতবিনিময় সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসান। আরো উপস্থিত ছিলেন বিল্‌সের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য শহিদুল্লাহ চৌধুরী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ড. মাহফুজুল হক, বাংলাদেশ লেবার রাইটস জার্নালিস্ট ফোরামের সভাপতি কাজী আবদুল হান্নান, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ মোশাররফ হোসেন, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আতাউর রহমান, দৈনিক বাংলাদেশের খবরের যুগ্ম বার্তা সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, দৈনিক ইত্তেফাকের সিনিয়র সাব এডিটর মোঃ আল মামুন, গণসাক্ষরতা অভিযানের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার আবু রেজা, এফইএসের প্রোগাম কোঅর্ডিনেটর অরুনদ্যূতি রানী, বিল্‌সের উপপরিচালক (তথ্য) মো. ইউসুফ আল-মামুন এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মনিরুল কবির প্রমুখ।

বিল্‌স এর নির্বাহী পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর নির্বাহী পরিষদের সভা ১৩ নভেম্বর ২০১৯ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স চেয়ারম্যান মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজের সভাপতিত্বে আরো উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদ ও আনোয়ার হোসেন, মহাসচিব নজরুল ইসলাম খান, যুগ্ম মহাসচিব মোঃ জাফরুল হাসান, ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান এবং মোঃ সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মোঃ রফিকুল ইসলাম রফিক, সম্পাদক মোঃ কবীর হোসেন, এডভোকেট দেলোয়ার হোসেন খান, মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া, আব্দুল কাদের হাওলাদার, মু. সফর আলী এবং আবুল কালাম আজাদ, নির্বাহী কমিটির সদস্য

কুতুবউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, শাকিল আখতার চৌধুরী, উম্মে হাসান ঝলমল, বি এম জাফর, পুলক রঞ্জণ ধর, নাসরিন আক্তার ডিনা, কাজী রহিমা আক্তার সাথী এবং শামীম আরা। এছাড়া বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স পরিচালক কোহিনূর মাহমুদ এবং নাজমা ইয়াসমিন।

পোশাক শিল্পে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদকে শক্তিশালীকরণে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং ফ্রেডরিক-ইবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) এর সহযোগিতায় "পোশাক শিল্পে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ: বিদ্যমান অবস্থা এবং পরামর্শ পরিষদকে কার্যকর ও শক্তিশালীকরণে এডভোকেসি কৌশল নির্ধারণ" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক ২১ নভেম্বর ২০১৯ ডেইলি স্টার সেন্টারের তৌফিক আজিজ খান কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।

পোশাক শিল্পে গঠিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদকে কার্যকর এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জাতীয় এডভোকেসি কৌশল নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান শিরীন আখতার, এমপি'র সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসান। বৈঠকে আরো বক্তব্য রাখেন বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য শাহ মোঃ আবু জাফর, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) যুগ্ম সমন্বয়কারী মেসবাহউদ্দীন আহমেদ, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি এবং বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, এফইএস এর আবাসিক প্রতিনিধি টিনা ম্যারি ব্লোম, পোশাক শিল্পে গঠিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ সদস্য কামরুল আহসান, নইমুল আহসান জুয়েল এবং এডভোকেট দেলোয়ার হোসেন খান এবং ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান রুহুল আমিন প্রমুখ।

কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি নিরসনে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এবং কেয়ার বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি নিরসনে গৃহীত আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থন এবং এর সুপারিশ বাস্তবায়ন বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (টিসিসি) নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা ২৭ নভেম্বর ২০১৯ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি নিরসনে গৃহীত আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থনে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য করণীয় নির্ধারণ এবং ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের সদস্য হিসেবে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কনভেনশন ১৯০ অনুস্বাক্ষর এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়।

টিসিসি সদস্য এবং বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য আব্দুস সালাম খান, মেসবাহউদ্দীন আহমেদ এবং কামরুল আহসান, বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান শিরীন আখতার, এমপি, আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদ এবং আনোয়ার হোসেন, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল চেয়ারম্যান রুহুল আমিন, মহাসচিব জেড এম কামরুল আনাম, বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসান, বিএলএফ সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট দেলোয়ার হোসেন খান, জেএসজে সভাপতি শামীম আরা, বিএসএফ সভাপতি মোঃ শাহাব উদ্দিন, বিল্‌স পরিচালক কোহিনূর মাহমুদ এবং নাজমা ইয়াসমীন, কেয়ার বাংলাদেশের প্রতিনিধি নার্গিস বেগম প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মৎস্য শ্রমিকের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা: জাতীয় এডভোকেসি কৌশল নির্ধারণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং ফ্রেডরিক-ইবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) এর সহযোগিতায় "মৎস্য শ্রমিকের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা : বিদ্যমান অবস্থা এবং উন্নয়নে জাতীয় এডভোকেসি কৌশল নির্ধারণ" শীর্ষক কর্মশালা ৩০ নভেম্বর ২০১৯ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কনফারেন্স হল, ধানমন্ডিতে অনুষ্ঠিত হয়।

মৎস্য শ্রমিকদের অধিকার, নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে জাতীয় এডভোকেসি ইস্যু নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে জাতীয় এডভোকেসি দল তৈরি করার উদ্দেশ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মেসবাহউদ্দীন আহমেদ এর সভাপতিত্বে এবং নির্বাহী পরিষদ সদস্য আব্দুল ওয়াহেদ এর সঞ্চালনায় কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসান এবং এফইএস এর প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর অরুণদ্যুতি রানী। কর্মশালায় খুলনা, কক্সবাজার, চাঁদপুর এবং বরিশাল অঞ্চলের মৎস্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

এর আগে একই ইস্যুতে ১৪ নভেম্বর ২০১৯ চাঁদপুর মৎস্য সমবায় সমিতি কার্যালয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। চাঁদপুর মৎস্য বনিক সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সভাপতি হাজী আব্দুল খালেক মাল, সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শবেবরাত, চাঁদপুর জেলা আওয়ামী মৎস্য শ্রমিক লীগের সভাপতি আঃ মালেক দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ মানিক দেওয়ান, চাঁদপুর জেলে ও নৌযান মালিক সমিতির সভাপতি শাহ আলম মল্লিক, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মিজি, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের চাঁদপুর জেলা সভাপতি শাহজাহান তালুকদার, এফইএস এর প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর অরুণদ্যুতি রানী, বিল্‌স এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মনিরুল কবির প্রমুখ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

চা বাগান শ্রমিকের অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং ফ্রেডরিক-ইবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) এর সহযোগিতায় "চা বাগান শ্রমিকের অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক ২৫ নভেম্বর ২০১৯ রাজধানীর ডেইলি স্টার সেন্টারের আজিমুর রহমান কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।

চা শ্রমিকদের অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা'র বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ এবং তাদের জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য এডভোকেসি কৌশল তৈরি করার লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসান। চা বাগান শ্রমিকের অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন চা শ্রমিক ইউনিয়নের উপদেষ্টা তপন দত্ত। আরো বক্তব্য রাখেন, বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মেসবাহউদ্দীন আহমেদ, যুগ্ম মহাসচিব ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) এর যুগ্ম সমন্বয়কারী নইমুল আহসান জুয়েল, সোসাইটি ফর হেলথ এক্সেটেনশান এন্ড ডেভেলপমেন্ট-শেড এর পরিচালক ফিলিপ গাইন, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রামভজন কৈরি, বিল্‌স সম্পাদক আব্দুল কাদের হাওলাদার, নির্বাহী পরিষদ সদস্য আব্দুল ওয়াহেদ এবং পুলক রঞ্জণ ধর, এফইএস এর প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর অরুণদ্যুতি রানী। এছাড়া বিল্‌স সহযোগি ও স্কপভূক্ত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ, বিশেষজ্ঞ ব্যাক্তিবর্গ, চা সংসদের নেতৃবৃন্দ, চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ, জাতীয় মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিল্‌স কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সিকিউরিং রাইটস প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু

১৬ দিন ব্যাপী কর্মসূচী পালিত

"সিকিউরিং রাইটস অব ওমেন ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পের উদ্যোগে নারীর অধিকার, লিঙ্গ সমতা, সুষ্ঠু বিচার ও গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা- ২০১৫ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষে বেশ কিছু জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সহযোগী প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংগঠনগুলোকে সাথে নিয়ে ১৬ দিন ব্যাপী বিশেষ কর্মসূচী পালন করে অক্সফাম বাংলাদেশ। প্রকল্পের অন্যতম সহযোগী সংগঠন বিল্‌স। অন্য সংগঠন গুলো হচ্ছে- গণস্বাক্ষরতা অভিযান, নারী মৈত্রী, ইউসেপ, হ্যালোটাস্ক লিমিটেড (একটি গৃহকর্মী নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠান) ও রেড অরেঞ্জ লিমিটেড।

২৫ নভেম্বর ২০১৯ গাজীপুরের ছুটি রিসোর্টে প্রকল্পের অবহিতকরন কর্মশালায় লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিন ব্যাপী কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায়, ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ জাতীয় প্রেস ক্লাবে অক্সফাম বাংলাদেশ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ছয়টি সহযোগী সংগঠনের অংশগ্রহণে 'কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও নারী গৃহশ্রমিকের প্রতি সহিংসতা' প্রতিরোধে আলোচনা সভা, র‍্যালি এবং মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অক্সফাম বাংলাদেশ এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার তারেক আজিজের সঞ্চালনায় কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিরীন আখতার, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক এর সমন্বয়কারী আবুল হোসাইন ও নারী মৈত্রী'র নির্বাহী পরিচালক শাহিন আকতার ডলি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিরীন আখতার, এমপি বলেন, নারী শ্রমিকদেরকে এমন ভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা উচিৎ যেন তারা গৃহে যে কাজটি করছেন সেটিও ভালমত করতে পারেন এবং সেই সাথে তাদের অধিকারের আইনী সুরক্ষা সম্পর্কেও ভাল ধারণা থাকে।

এছাড়া ১৬ দিন ব্যাপী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে মোহম্মদপুরের হুমায়ুন রোডে একটি মানববন্ধন ও ডিনেট অফিসে একটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গণস্বাক্ষরতা অভিযান এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী'র সভাপতিত্বে "গৃহশ্রমিকের অধিকার: আমাদের ভূমিকা" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র আলেয়া সারোয়ার ডেইজি ও বিল্‌স এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসান। রাশেদা কে চৌধুরী তার বক্তব্যে সকলের প্রতি গৃহশ্রমিককে তার সহকর্মী হিসেবে দেখার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মোঃ জাফরুল হাসান বলেন, গৃহশ্রমিকগণ আমাদের সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং তারা বিভিন্ন ধরণের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত। যেহেতু, সরকার গৃহশ্রমিকদের জন্য একটি নীতিমালা তৈরী করেছে এবং নীতিমালাতে তাদেরকে গৃহশ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, সেহেতু নীতিমালাটি বাস্তবায়নকল্পে গৃহশ্রমিকদের জন্য একটি আইন প্রণয়ন এখন অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

এসময় নারী শ্রমিক ও সকল নারীর প্রতি নির্যাতন বা সহিংসতা অবসান এর শপথ পাঠ করান প্যানেল মেয়র আলেয়া সারোয়ার ডেইজি।

অভিবাসী মেলায় বিল্‌স এর অংশগ্রহণ

'দক্ষ হয়ে বিদেশ গেলে, অর্থ ও সম্মান দুই-ই মেলে' এ স্লোগানে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৯ । এ উপলক্ষ্যে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত অভিবাসী মেলায় অংশগ্রহণ করে বিল্‌স। মেলায় অভিবাসী শ্রমিকদের বিষয়ে বিল্‌স প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা বিতরণ করা হয়।

মেলায় বিল্‌স নির্বাহী পরিষদ সদস্য উম্মে হাসান ঝলমল, অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর সায়েদুজ্জামান মিঠু, বিল্‌স যুব টিমের সদস্য জাকির হোসেন মোল্লা সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিদেশগামীরা যাতে প্রতারণার শিকার না হন, সেজন্য প্রতারক রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'আমাদের রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে বলতে চাই, শুধু অর্থ উপার্জনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে অযথা কর্মীদের বিদেশে পাঠাবেন না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অনেক সময় দেখা যায়, রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর এজেন্টরা গ্রাম-বাংলার মানুষকে বিদেশে সোনার হরিণ পাওয়ার স্বপ্ন দেখায়। ফলে সহজে প্রতারণার শিকার হয়ে তারা সবকিছু ছেড়ে বা বিক্রি করে বিদেশে চলে যায়।' 'যারা এটি করেন তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি, জনগণের সঙ্গে প্রতারণাকারী রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনকি বিদেশেও যারা শ্রমিক নেওয়ার জন্য প্রতারণা করে, আমরা ওই দেশকে অনুরোধ করবো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে, যাতে এ জাতীয় ঘটনা না ঘটে।'

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিসের (বায়রা) সভাপতি বেনজির আহমেদ এমপি, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সেলিম রেজা এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) বাংলাদেশ প্রধান জিওর্জি গিগৌরি বক্তব্য রাখেন।

চট্টগ্রাম সংবাদ

বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উদ্যোগে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স এলআরএসসি'র চেয়ারম্যান এ এম নাজিমউদ্দিন এর সভাপতিত্বে এবং বিল্‌স সিনিয়র অফিসার পাহাড়ী ভট্টাচার্য এর সঞ্চালনায় সভায় "মানবাধিকার রক্ষায় যুব সমাজের ভূমিকা" শীর্ষক ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন জেলা টিইউসি সভাপতি তপন দত্ত। আরো বক্তব্য রাখেন বিল্‌স সহযোগী জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সমূহের নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে, শেখ নুরুল্লাহ বাহার, চৌধুরী মোহম্মদ আলী, বোধিপাল বড়ুয়া, উজ্জল বিশ্বাস, মোঃ নুরুল আবসার, রিজওয়ানুর রহমান খান, জাহেদ উদ্দিন শাহীন, ফজলুল কবির মিন্টু, শাহনেওয়াজ চৌধুরী প্রমুখ।

ধারণাপত্রে তপন দত্ত বলেন, মানবাধিকার না থাকলে দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব না। জাতিসঘের ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিদ্যমান আছে। কিন্তু সেই কমিশন দারিদ্র্য দূরীকরণ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রাপ্তি ইত্যাদি মৌলিক অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা রাখছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তিনি বলেন, সুস্থ্য সংস্কৃতি চর্চা, বৈজ্ঞানিক সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থা মানবাধিকার রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার। এসবের অনুপস্থিতির ফলে আজ বিশ্বব্যাপি উগ্র ধর্মান্ধতা, জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটেছে যা মানবাধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করে। সার্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে দারিদ্র্যতাকে বিশ্ব প্রেক্ষাপট থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপি বৈষম্য, সম্পদের অসম বন্টন দূর করেতে হবে। এই কাজে যুব সমাজকে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে হবে।

সভায় বক্তারা শ্রম আইন ও অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার কার্যকরের দাবিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

জাহাজ ভাঙ্গা বিষয়ে মাল্টি স্টেকহোল্ডার গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিরাপদ কর্মক্ষেত্র এবং টেকসই জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিল্‌স এর উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে গোলটেবিল বেঠক ২০ নভেম্বর ২০১৯ চট্টগ্রামের হোটেল এশিয়ান এসআর হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স এলআরএসসি কোঅর্ডিনেশন কমিটির চেয়ারম্যান এ এম নাজিমউদ্দিন এর সভাপতিত্বে এবং বিল্‌স এর প্রোগ্রাম কন্সালটেন্ট আবু ইউসুফ মোল্লার সঞ্চালনায় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, শ্রমিক নেতা তপন দত্ত, মু. শফর আলী, মালিক পক্ষের প্রতিনিধি বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স এন্ড রিস্লাইকার্স এসোসিয়েশন এর নির্বাহী সদস্য মোঃ নাঈম শাহ ইমরান, মোঃ সেকান্দার হোসেন, নাগরীক সমাজের প্রতিনিধি অভীক ওসমান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর চট্টগ্রামের কর্মকর্তা শিপন চৌধূরী, ডা. বিশ্বজিৎ রায় এবং শুভঙ্কর দত্ত, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা নূর হোসেন সজিব, জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক নেতা আব্দুর রহিম মাষ্টার, নুরুল আবসার, মোহাম্মদ আলী, বিল্‌স এর সিনিয়র অফিসার রিজওয়ানুর রহমান খান, পাহাড়ী ভট্টাচার্য, সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার ফজলুল কবির মিন্টু প্রমুখ।

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, দেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা মেনে বর্জ্যমুক্ত জাহাজ আমদানী, আমদানীকৃত জাহাজকে বিষাক্ত গ্যাস ও কেমিক্যালসহ ক্ষতিকর উপাদানমুক্ত করা, মানবদেহ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের জন্য নেতিবাচক ও ক্ষতিকর উপাদানসমূহ চিহ্নিতকরণ, পৃথকীকরণ ও অপসারণ, বৈজ্ঞানিক ও নিরাপত্তামূলক পদ্ধতিতে জাহাজ কাটা, কর্মরত শ্রমিকরা যাতে কোন প্রকার স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে না থাকে তা নিশ্চিত করা একটি শ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ কাজ। জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পকে শোভন শিল্পে রুপান্তরিত করতে ধারাবাহিকভাবে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক। এটি শুধুমাত্র সরকারের একার দায়িত্ব নয়, এটি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের দায়িত্ব ।

সভায় জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও পরিচয় পত্র প্রদান, সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হ্রাস, অতিরিক্ত কর্মঘন্টা, শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, প্রত্যেক ইয়ার্ডে দক্ষ সেফটি অফিসার নিয়োগ, শ্রমিকদের ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি ব্যবহার নিশ্চিত করার দাবি জানান।

ক্যাম্পেইন ও এডভোকেসি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং ডিজিবি-বিডব্লিউ এর সহযোগিতায় "ক্যাম্পেইন ও এডভোকেসি" বিষয়ক তিনদিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২৫-২৭ নভেম্বর ২০১৯ চট্টগ্রামের হোটেল এলিনায় অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিল্‌স এলআরএসসি কোঅর্ডিনেশন কমিটির চেয়ারম্যান এ এম নাজিমউদ্দিন। সমাপনী কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স এলআরএসসি কোঅর্ডিনেশন কমিটির সদস্য এবং টিইউসি চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি তপন দত্ত। তিন দিনের এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় চট্টগ্রামের তৈরি পোশাক শিল্প, নির্মাণ, হেলথ সেক্টরের নির্বাচিত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় এডভোকেসি ও ক্যাম্পেইন কি, কেন, কার সাথে ও কিভাবে, দাবীনামা প্রণয়ন, এডভোকেসির পক্ষে যুক্তি গঠন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল, এডভোকেসির পক্ষে জনমত তৈরিতে সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বিল্‌স এর সিনিয়র অফিসার ও প্রশিক্ষক রিজওয়ানুর রহমান খান, সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার ফজলুল কবির মিন্টু ও নারী ট্রেড ইউনিয়ন প্রশিক্ষক শাহনেওয়াজ চৌধুরী।

নেটওয়ার্ক সংবাদ

তাজরীন অগ্নিকান্ডের সাত বছর স্মরণে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের উদ্যোগে তাজরীন গার্মেন্টসের অগ্নিকান্ডের সাত বছর স্মরণে ২৪ নভেম্বর ২০১৯ সকালে জুরাইন কবরস্থানে নিহতদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

জুরাইন কবরস্থানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা তাজরীন ফ্যাশনসে অগ্নিকান্ডে দায়ী ব্যাক্তিদের দ্রুত বিচার ও হতাহতদের আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ও আহতদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার দাবি জানান। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক নির্বিশেষে সকল শ্রমিককে শ্রম আইনের আওতায় আনা, ক্ষতিপূরনের জাতীয় মানদন্ড তৈরি করা, পেশাগত রোগে আক্রান্ত ও দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকের চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং হাসপাতালগুলোতে বিশেষ ইউনিট স্থাপনের দাবি জানান তারা।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের আহ্বায়ক ড. হামিদা হোসেন, বিল্‌স এর উপদেষ্ঠা পরিষদ সদস্য ও শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) যুগ্ম সমন্বয়কারী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ এর সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা, বিল্‌স পরিচালক নাজমা ইয়াসমিন, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব সেকান্দার আলি মিনা প্রমূখ।

এছাড়া শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম, স্কপ ও বিল্‌স এবং গার্মেন্টস শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ অন্তর্ভূক্ত ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, মানবাধিকার সংগঠনসমূহ এবং বিভিন্ন গার্মেন্টস ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম নেতৃবৃন্দের কেরাণীগঞ্জে প্লাস্টিক কারখানার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের উদ্যোগে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ), জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯, কেরাণীগঞ্জের হিজলতলা এলাকার প্রাইম পেট এন্ড প্লাস্টিকস ইন্ডাস্ট্রিজে সংঘটিত অগ্নিকান্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি মেসবাহউদ্দীন আহমেদ, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট এর সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব সেকেন্দার আলী মিনা, আওয়াজ ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর (অপারেশন) নাহিদুল হাসান নয়ন, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সিনিয়র ডেপুটি ডিরেক্টর নিনা গোস্বামী, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট এর সহকারী পরিচালক (আইন) রাশেদুল ইসলাম, বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, নাগরিক উদ্যোগের প্রোগ্রাম অফিসার মাহবুব জুয়েল, বিল্‌স এর প্রোগ্রাম অফিসার সাইফুজ্জামান মেহরাব প্রমুখ।

মতবিনিময়কালে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম নেতৃবৃন্দ কেরাণীগঞ্জ প্লাস্টিক কারখানা, গাজীপুরের লাক্সারি ফ্যান ফ্যাক্টরিসহ সকল কর্মক্ষেত্রে সংঘটিত দুর্ঘটনায় দায়ীদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি, ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও কার্যকর পরিদর্শন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি জানান। তারা বলেন আবাসিক এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা শুধুমাত্র শ্রমিকদের নিরাপত্তা ঝুঁকিই বাড়ায় না, এলাকার সাধারণ মানুষের জীবনকেও হুমকির মুখে ফেলে। এসময় বক্তারা সকল ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা চিহ্নিত করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকার দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জের চুনকুটিয়ার হিজলতলা এলাকার প্রাইম পেট এন্ড প্লাস্টিকস ইন্ডাস্ট্রিজ কারখানায় অগ্নিকান্ডে ২০ জন শ্রমিক মারা গেছেন এবং গুরুতর দগ্ধ ১২ জন শ্রমিক চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছেন।

সংগঠন পরিচিতি

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)

Manusher Jonno Foundation

দেশে মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানুষের জন্য (এমজে) কেয়ার বাংলাদেশের একটি চ্যালেঞ্জ প্রকল্প হিসেবে তার যাত্রা শুরু করেছিল ২০০২ সালে। যাত্রা শুরুর সময় এমজে ছিল একটি ছোট সংস্থা। মাত্র ১৬ জন ষ্টাফ ও ২৫টি সহযোগী সংগঠন নিয়ে শুরু হয়েছিল এর পথচলা।

এরপর ২০০৬ সালে একটি সার্বভৌম উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে মানুষের জন্য "ফাউন্ডেশন" হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ব্রিটিশ সরকার ও সুইডিশ সিডা, জিসার্ফ, গ্লোবাল এফেয়ার্স কানাডা এবং বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত এমজেএফের কাজের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জীবনের মানউন্নয়ন ও তাদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।

গত ১৭ বছরে এমজেএফ প্রায় তিনশোরও বেশি সহযোগী সংগঠন, নারী-শিশু ও মানবাধিকার সংগঠন, নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের অধিকার অনেকটাই আদায় করতে পেরেছে বলে মনে করে।

বর্তমানে এমজেএফ দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র নিরসন, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে প্রায় ১৭৫ টি সহযোগী সংগঠনকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এমজেএফের রয়েছে একটি নিজস্ব বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী।

এমজেএফ বৃহত্তর পরিসরে ৬ টি কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে -

১) **নারী ও মেয়েশিশুর নিরাপত্তা ও অধিকার:** এই কর্মসূচির আওতায় কাজ করছে বাল্যবিয়ে রোধ, যৌতুক প্রথারোধ, সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়নসহ নারীর বিরুদ্ধে সবধরনের সহিংসতারোধে।

২) **প্রান্তিকতা ও বৈষম্য মোকাবিলা:** বৃহত্তর প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন সমতল আদিবাসী, পাহাড়ের আদিবাসী, দলিত সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী, যৌনকর্মী, জেলেসহ ভূমিহীন কৃষক নিয়ে। মূল লক্ষ্য এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণের সময় যেন সেখানে তাদের কথা পৌঁছায়। অর্থাৎ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেন তারা কৌশল নির্ধারণের মাধ্যমে সেবা ও সম্পদের ওপর নিজেদের দাবী জানাতে পারে সেবিষয়ে সচেতন করার মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার করে তোলা ।

৩) **সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা জবাবদিহিতা:** স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণ, স্থানীয় কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার ব্যবস্থা ও কৃষিতে জনগণের অধিকার কায়েম করা।

৪) **শোভন এবং নিরাপদ কাজ:** ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুকে মুক্ত করে স্কুলে পাঠানো, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে ঝুঁকিহীন কাজে নিয়োগ এবং শিশুর কাজের পরিবেশের উন্নতি। এছাড়া পোশাক ও অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য অনুকুল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে ---- শ্রমিকদের পাওনা যথাসময়ে প্রদান, পাওনা ছুটি আদায়, তাদের স্বাস্থ্য রক্ষা, পরিচ্ছন্ন কাজের পরিবেশ সৃষ্টি, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অন্যতম।

৫) **যুব ও সামাজিক একতা:** তরুণ ও যুবকদের সক্রিয় করার মাধ্যমে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার এবং সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন বিশেষ করে জঙ্গীবাদ এবং অন্যান্য সহিংসতা প্রতিরোধের অনুঘটক হিসেবে তরুণদের গড়ে তোলা ।

৬) **পরিবেশের অবক্ষয় এবং জলবায়ুর পরিবর্তন:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের সবচেয়ে বড় হুমকির মুখে পড়ে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। চর এলাকা, বন্যা উপদ্রুত এলাকা, হাওড় এবং পাহাড়ী এলাকার জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য জলবায়ু সহনশীল কৃষি ও বেঁচে থাকার কৌশল নিয়ে কাজ।

পেশা পরিচিতি:

চিংড়ি শিল্প ও চিংড়ি শ্রমিক

আদিকাল থেকে মাছের সাথে চিংড়ি দেশের নদ নদী ও প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোতে পাওয়া যেত। খেতে সুস্বাদু তাই মানুষের কাছে এর কদর বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় একসময় চাষ শুরু করে এদেশের মানুষ। প্রায় চারদশক ধরে চিংড়ির চাষ চলছে, দেশের চাহিদা মিটিয়ে একসময় রপ্তানিও শুরু হয়। এভাবে বড় বাণিজ্য খাতে পরিণত হয় দেশের চিংড়ি চাষ। বিশ্বে এখন চিংড়ি চাষ করে এমন ১৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। দেশের হিমায়িত খাদ্য রপ্তানির বড় অংশই হলো চিংড়ি। এ খাতের ৮০ শতাংশের বেশি আয় আসে চিংড়ি থেকে। বর্তমানে এর চাষ ও উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও মোট উৎপাদনের সিংহভাগ আহরণ করা হয় প্রাকৃতিক উৎস থেকে।

ইতিহাস: বাংলাদেশে প্রথম ১৯২৯-৩০ সালে সুন্দরবন অঞ্চলে চিংড়ি চাষের সূচনা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উপকূলীয় বন্যা প্রতিরোধ ও পানি নিষ্কাশন বাঁধ তৈরীর পূর্বে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট অঞ্চলে নদী সংলগ্ন এলাকার মাটির ঘের দিয়ে বা পাড় বেঁধে তৈরি পুকুরে প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত খাদ্য থেকে চিংড়ি কয়েক মাসের মধ্যে বড় হলে তা সংগ্রহ করে বাজারজাত করা হতো। উপকূলীয় বাঁধ তৈরীর পরপরই দেশের সনাতন চিংড়ি চাষ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সত্তর দশকের পর বিশ্ববাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঁধের অভ্যন্তরে পুনরায় চিংড়ি চাষের সূচনা হয়। বস্তুত চিংড়ি

চাষ এখনও বিজ্ঞানসম্মতভাবে চালু হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা সংগ্রহ করে ঘেরে লালন-পালন করা হয়। খুলনা, বাগেরহাট, পাইকগাছা ও সাতক্ষীরার উপকূলীয় অঞ্চল ছাড়াও বর্তমানে চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার, মহেষখালী, চকোরিয়া সুন্দরবন, কুতুবদিয়া ও টেকনাফে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে।

পানির লবণাক্ততার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের চিংড়ি চাষকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যেমন অল্পলোনা পানির চিংড়ি চাষ ও স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ। অল্পলোনা পানির চিংড়ি চাষ বস্তুত বাংলাদেশের চিংড়ি চাষ বলতে অল্পলোনা পানির চিংড়ি চাষকেই বোঝায়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় খুলনা বিভাগের খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা জেলায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলায় দেশের প্রায় সব চিংড়ি খামার অবস্থিত। এ দুটি অঞ্চলে বর্তমানে প্রায় ১,৪৫,০০০ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে।

উপকূলীয় এলাকায় চাষকৃত চিংড়ি প্রজাতির মধ্যে বাগদা চিংড়ি'র গুরুত্ব বেশি। মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগই বাগদা চিংড়ি। এর পরে রয়েছে হরিণা চিংড়ি।

চিংড়ি চাষ প্রদ্ধতি: বাংলাদেশে সাধারণত তিনভাবে চিংড়ি চাষ করা হয় ১. এককভাবে চিংড়ি চাষ; ২. পর্যায়ক্রমে চিংড়ি ও ধান চাষ; ৩. পর্যায়ক্রমে লবণ উৎপাদন ও চিংড়ি চাষ।

এককভাবে চিংড়ি চাষ: একক চিংড়ি চাষ বলতে প্রধানত উপকূলীয় এলাকায় বাগদা চিংড়ির চাষকেই বোঝায়। যেখানে জোয়ারভাটার প্রভাব রয়েছে সে এলাকা একক চিংড়ি চাষের জন্য উপযোগী। খুলনা জেলার চিংড়ি খামারগুলির অধিকাংশই উপকূলীয় বাঁধের ভেতরে অবস্থিত। এগুলো এককভাবে চিংড়ি চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়।

খামারে সাধারণত দুভাবে পোনা মজুত করা হয়। সারা বছরই উপকূলীয় নদী ও খালে চিংড়ির লার্ভা পাওয়া যায়। সাধারণত পানির উপর স্তরে লার্ভা বাস করে। সে কারণে পানি প্রবেশ পথের স্লুইস গেট এমনভাবে খুলে দেওয়া হয় যেন জোয়ারের সময় কেবল উপর স্তরের পানি ঘেরে প্রবেশ করে। এ পানির সঙ্গে চিংড়ির লার্ভা খামারে ঢোকে। ইদানিং প্রাকৃতিক উৎস থেকেও লার্ভা সংগ্রহ করে প্রথমে নার্সারি পুকুরে ও পরে পালন পুকুরে মজুত করা হয়। খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলে সমুদ্র উপকূল থেকে প্রচুর পরিমাণ লার্ভা সংগ্রহ করে তা ব্যবহার করা হচ্ছে। হ্যাচারিতে উৎপাদিত লার্ভার পরিমাণ চাহিদার চেয়ে কম বলে অধিকাংশ খামার প্রাকৃতিক উৎসের ওপরই বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

পর্যায়ক্রমে চিংড়ি ও ধান চাষ: এ পদ্ধতিতে ঘেরের ভেতরে পুকুরে পালাক্রমে চিংড়ি ও ধান চাষ করা হয়। শীতকালে ঘেরের ভিতর জোয়ারের পানি ঢুকিয়ে চিংড়ি চাষ এবং বর্ষার আগে চিংড়ি আহরণ করে একই ঘেরে ধান ও অন্য মাছ চাষ করা হয়। জোয়ারের পানির সঙ্গে চিংড়ির লার্ভা ও অন্যান্য লোনাপানির মাছের পোনা প্রবেশ করে। বর্ষার শুরুতে জুন-জুলাই মাসে চিংড়ি ধরে নেওয়া হয়।

পর্যায়ক্রমে লবণ উৎপাদন ও চিংড়ি চাষ: চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও কক্সবাজারের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকায় পর্যায়ক্রমে একই জমিতে লবণ উৎপাদন ও চিংড়ি চাষের প্রথা চালু আছে। সেখানে নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত লবণ তৈরি করা হয়। মে মাস থেকে নভেম্বর পর্যন্ত চিংড়ি চাষ করা হয়।

কর্মসংস্থান: জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১৪ অনুযায়ী বর্তমানে দেশে চিংড়ি হ্যাচারি, চিংড়ি নার্সারি, চিংড়ি খামার, চিংড়ি চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, ডিপো, আড়ত, অবতরন কেন্দ্র, চিংড়ি খাদ্য ও আহরণ সামগ্রী তৈরি এবং পরিবহন ইত্যাদি কাজে প্রায় ১.৫ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁদের জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য চিংড়ি সেক্টরে নিয়োজিত রয়েছেন।

কাজের পরিবেশ: চিংড়ি খাতে ঘের, হ্যাচারি ও প্রক্রিয়াকরণ কারখানা এ তিন ধাপে কাজ হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব লেবারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে চিংড়ি ঘেরে ৮৪ শতাংশ শ্রমিকই কোনো ছুটি পান না। সপ্তাহে সাতদিনই কাজ করতে হয় তাদের। সেখানে কর্মরত ৪ দশমিক ২ শতাংশ শ্রমিক ২১-২৪ ঘণ্টা, ৩ দশমিক ২ শতাংশ শ্রমিক ১৬-২০ ঘণ্টা ও ১২ শতাংশ শ্রমিক ১১-১৫ ঘণ্টা কাজ করেন।

চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানার অধিকাংশ শ্রমিক সাপ্তাহিক ছুটি পান না। সেখানে ৮৮ শতাংশ শ্রমিক সপ্তাহে সাতদিন কাজ করছেন। দীর্ঘ সময় এখানেও কাজ করতে হচ্ছে শ্রমিকদের। সেখানে ১১-১৫ ঘণ্টা কাজ করছেন ৪৭ শতাংশ শ্রমিক। ২ দশমিক ৯ শতাংশ শ্রমিক ২১-২৪ ঘণ্টা কাজ করছেন। পিক সিজনে কোনো কোনো শ্রমিক ২৪ ঘণ্টা কাজ করেন। গড়ে প্রতি শ্রমিককে ১০-১২ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। অন্যদিকে পোনা সংগ্রহকারীদের অধিকাংশ দৈনিক ৬-৮ ঘণ্টা কাজ করেন।

চিংড়ি শ্রমিকদের মজুরি: ২০১৫ সালের ২৫ মে শ্রম ও কর্মসংস্থান

মন্ত্রণালয় চিংড়িশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করে। ওই ঘোষণা অনুযায়ী প্রথম গ্রেডের শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ধরা হয় ৯ হাজার ৯ টাকা, দ্বিতীয় গ্রেডের শ্রমিকদের ৭ হাজার ২২৭ টাকা, তৃতীয় গ্রেডের শ্রমিকদের ৬ হাজার ৫৫২ টাকা, চতুর্থ গ্রেডের শ্রমিকদের ৫ হাজার ৮৭৭ টাকা, পঞ্চম গ্রেডের শ্রমিকদের ৫ হাজার ২০২ টাকা এবং ষষ্ঠ গ্রেডের শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ধরা হয় ৪ হাজার ৪১৯ টাকা।

সরকার ঘোষিত নীতিমালা অনুযায়ী, একজন শ্রমিক প্রথমে সর্বোচ্চ তিন মাস শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করতে পারবেন। এ সময়ে তিনি কমপক্ষে সাড়ে তিন হাজার টাকা মজুরি পাবেন। তা ছাড়া শ্রমিক-কমচারীরা প্রতিবছর ৫ শতাংশ হারে মজুরি বৃদ্ধির সুবিধা পাবেন।

আর্থ সামাজিক অবস্থা: যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব লেবারের প্রতিবেদন মতে হ্যাচারি শ্রমিকরা কেউ বছরে একবার, কেউ ছয়বার পর্যন্ত ঋণ নেন। ঋণের পরিমাণ থাকে ২ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত। এর মধ্যে ৪৫ দশমিক ৫ শতাংশ শ্রমিককে সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে হয়। ঋণ শোধ করতেই রাত-দিন কাজ করতে হয় তাদের। পোনা সংগ্রহকারী কারো কারো এক বছরে ১০টি ঋণ নেয়া হয়েছে। একটি পরিশোধ করতে নেন আরেকটি ঋণ। এভাবে ফড়িয়া ও মহাজনদের কাছে ঋণের জালে আটকে থাকেন শ্রমিকরা।

চিংড়ি রপ্তানি: বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১০-১১ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে চিংড়ি রপ্তানি হয় প্রায় ৫৫ হাজার টন। তবে রপ্তানির সেই ঊর্ধ্বগতি ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। ২০১০-১১ অর্থবছরের পর থেকে চিংড়ি রপ্তানি কমতে কমতে ২০১৬-১৭ সালে নেমে আসে ৩৯ হাজার টনে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ৪৭ হাজার ৬৩৫ টন হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি হয়, যার মূল্য ছিল ৫৫ কোটি ডলার। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪ হাজার ২৭৮ টন। এ থেকে আয় হয় ৫১ কোটি ডলার। এরপর ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ৪০ হাজার ২৭৬ টন হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি হয়। মাসওয়ারি বিশ্লেষণে ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালের মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে রপ্তানি চিত্র বেশ হতাশাজনক। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালের এ সময়ে রপ্তানির পরিমাণ কমেছে ২ হাজার ৩১৭ টন। আর রপ্তানি বাবদ আয় কমেছে ২৭ লাখ ৭১ হাজার ৭৫২ ডলার।

চিংড়ি শিল্পের বর্তমান অবস্থা: বিশ্ববাজারে হিমায়িত চিংড়ি ও চিংড়িজাত পণ্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় দেশের চিংড়ি শিল্পের উৎপাদন সক্ষমতার ৯০ শতাংশই অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। চিংড়ি শিল্প খাতের হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ভালোভাবে চললেও বেশির ভাগ কোম্পানি চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। বহির্বিশ্বে চাহিদা মন্দার কারণে গত কয়েক বছরে বন্ধ হয়ে গেছে এ খাতের অন্তত ১০টি প্রতিষ্ঠান।

শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ:

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ আমরা প্রতি সংখ্যায়ই ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি পাঠকদের সুবিধার্থে। এবারের সংখ্যায় কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারাসমূহ তুলে ধরা হল:

অষ্টম অধ্যায়: কল্যাণমূলক ব্যবস্থা

৮৯। প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম।- (১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে সকল কর্ম সময়ে যাহাতে সহজে পাওয়া যায় এমনভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সমৃদ্ধ বাক্স অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত সরঞ্জাম সমৃদ্ধ আলমিরার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) উক্তরূপ বাক্স বা আলমিরার সংখ্যা, প্রতিষ্ঠানে সাধারণতঃ নিয়োজিত প্রত্যেক একশত পঞ্চাশ জন শ্রমিকের জন্য একটির কম হইবে না।

(৩) প্রত্যেক প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স অথবা আলমিরা এমন একজন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবে যিনি প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং যাহাকে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্ম সময়ে পাওয়া যাইবে।

(৪) প্রত্যেক কর্ম-কক্ষে উক্ত ব্যক্তির নাম সম্বলিত একটি নোটিশ টাংগাইয়া দেওয়া হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি তাহাকে সহজে সনাক্ত করা যায় মত ব্যাজ পরিধান করিবেন।

(৫) যে সকল প্রতিষ্ঠানে সাধারণতঃ তিনশ বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োজিত থাকেন সে সকল প্রতিষ্ঠানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত মাপের ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত অথবা অন্যান্য সুবিধা সম্বলিত ডিসপেনসারীসহ একটি রোগী কক্ষ থাকিবে, এবং উক্ত কক্ষটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত চিকিৎসক ও নার্সিং ষ্টাফের দায়িত্বে থাকিবে।

(৬) যে সকল প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঁচ হাজার বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকেন সেই সকল প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক বা মালিকগণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় একটি স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনার ব্যবস্থা করিবেন। (২০১৩ সালের সংশোধনী দ্বারা সংযোজিত)

(৭) পেশাগত রোগে বা কর্মকালীন দুর্ঘটনায় আক্রান্ত শ্রমিক ও কর্মচারীকে মালিকের নিজ খরচে ও দায়িত্বে উক্ত রোগ, আঘাত বা অসুস্থতা উপযুক্ত বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা করিতে হইবে। (২০১৩ সালের সংশোধনী দ্বারা সংযোজিত)

(৮) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে যেখানে ৫০০ জন বা ততোধিক সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছেন সেই সব প্রতিষ্ঠানের মালিক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করিবেন। (২০১৩ সালের সংশোধনী দ্বারা সংযোজিত)। সংশ্লিষ্ট বিধি- ৭৬

৯০। সেইফটি রেকর্ড বুক সংরক্ষণ।- ২৫ জনের অধিক শ্রমিক সম্বলিত প্রত্যেক কারখানা/প্রতিষ্ঠানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত (২০১৩) পদ্ধতিতে বাধ্যতামূলক সেইফটি রেকর্ড বুক সংরক্ষণ ও সেইফটি তথ্য বোর্ড প্রদর্শন (২০১৩ সালের সংশোধনী দ্বারা প্রতিস্থাপিত) করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট বিধি- ৮০

৯০ক। সেইফটি কমিটি গঠন।- পঞ্চাশ বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত রহিয়াছেন এমন প্রত্যেক কারখানায় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় সেইফটি কমিটি গঠন এবং উহাকে কার্যকর করিতে হইবে। (২০১৩ সালের সংশোধনী দ্বারা সন্নিবেশিত)। সংশ্লিষ্ট বিধি- ৮১

৯১। ধৌত করণ সুবিধা।- (১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে-

(ক) উহাতে কর্মরত শ্রমিকগণের ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত গোসলখানা ও ধৌত করণের সুবিধা এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(খ) উক্তরূপ সুবিধাদি পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকগণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে হইবে, এবং উহা যথাযথভাবে পর্দাঘেরা থাকিবে;

(গ) উক্তরূপ সুবিধাদি সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং সহজে গমনযোগ্য হইতে হইবে।

(২) সরকার বিধি দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উক্তরূপ সুবিধাদির মান নির্ধারণ করিতে পারিবে। সংশ্লিষ্ট বিধি- ৮৬

৯২। ক্যান্টিন।- (১) যে প্রতিষ্ঠানে সাধারণতঃ একশত জনের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকেন সে প্রতিষ্ঠানে তাহাদের ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ক্যান্টিন থাকিবে।

(২) সরকার বিধি দ্বারা-

(ক) কোন ক্যান্টিনের নির্মাণ, স্থান সংস্থান, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জামের মান নির্ধারণ করিবে;

(খ) ক্যান্টিনের জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং উহার ব্যবস্থাপনায় প্রতিনিধিত্বের জন্য বিধান করিতে পারিবে।

(৩) ক্যান্টিনে কি ধরনের খাদ্য সরবরাহ করা হইবে এবং উহার মূল্য কত হইবে তাহা উক্ত ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্ধারণ করিবে। সংশ্লিষ্ট বিধি- (৮৭-৯১), ফরম- ২০

৯৩। খাবার কক্ষ, ইত্যাদি।- (১) সাধারণত ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকেন এইরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ যাহাতে তাহাদের সঙ্গে আনীত খাবার খাইতে এবং বিশ্রাম করিতে পারেন সেই জন্য পান করিবার পানির ব্যবস্থা সহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত খাবার কক্ষের ব্যবস্থাকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯২ এর অধীন সংরক্ষিত কোনো ক্যান্টিন এই উপ-ধারার অধীন প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, যে প্রতিষ্ঠানে কোনো খাবার কক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে সেইখানে শ্রমিকগণ তাহার কর্ম-কক্ষে বসিয়া কোনো খাবার খাইতে পারিবেন না।

(২) খাবার কক্ষ যথেষ্ঠভাবে আলোকিত এবং বায়ু চলাচলের সুবিধাসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সহনীয় তাপমাত্রায় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। (২০১৩ সালের সংশোধনী দ্বারা প্রতিস্থাপিত)

বিল্‌স

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনকে সুসংহত, স্বনির্ভর ও ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়তা প্রদান এবং জাতীয় পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ 'বিল্‌স' প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- সকল শ্রমজীবী মানুষকে তাদের মৌলিক ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করা;
- বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, সংগঠক ও নেতৃবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং কর্ম-পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা;
- নারী-পুরুষসহ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্র ও ট্রেড ইউনিয়নে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা;
- সংগঠন পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা;
- শ্রমিক অধিকার স্বার্থে বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা;
- শ্রমিক আন্দোলনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা;
- বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থা ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহকে অবহিত করার লক্ষ্যে তথ্য সরবরাহ, গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করা;
- শ্রমিক কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো;
- উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স

বাড়ি # ২০ (৪র্থ তলা), সড়ক ১১ (নতুন), ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ফোন: +৮৮-০২-৯১৪৩২৩৬, ৯১২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১১৬৫৫৩ ফ্যাক্স: ৫৮১৫২৮১০, ই-মেইল: bils@citech.net

www.bilsbd.org

সহযোগিতায়: Mondiaal FNV